দৈনিক প্রার্থনা

[কমলকুটীর।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[সপ্তম ভাগ]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭৮ নং অপার সার্কিউলার রোড।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৩১৯ সাল।

মূল্য ।৷০ আনা।

কলিকাতা,

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড:

বিধান যন্ত্রে, শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

দৈনিক প্রার্থনা।

পুণ্যে সুখ।

বৃহস্পতিবার, ২৩শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে মঙ্গলস্বরূপ, হে পুণ্যশান্তির মিলন, তোমার সুখ পুণ্যেতে, অন্য কিছুতে তোমার সুখ নাই। যাহার পুণ্য তাহারই সুখ। হে ঈশ্বর, তোমার সন্তান হয়ে আমরা যদি এই স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে পাই তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই। বড় সুখ তাহার মনে, যে কুচিন্তা করে না, কুকথা বলে না, কুকার্য্য করে না। অনেক প্রকার নীচ হীন সুখ আছে সে সব সুখ এক রকম; আর আত্মার পবিত্র সুখ উচ্চ সুখ, তোমার সুখ, সেইটি আমাদের প্রার্থনীয়। এখন উচ্চপদ পাইলে সুখ হয়। সুখ্যাতি পাইলে সুখ হয়। ভাল বাড়ীতে থাকিলে, ভাল খাইলে সুখ হয়। নানা প্রকার পৃথিবীর বস্তুতে সুখ হয় না, তোমার সুখ পুণ্যে। পুণ্যই তোমার বক্ষে আনন্দের পদ্ম হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মা এমন যাঁহাকে পেলে সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হয়। এমন মা থাকিতে তাঁহাকে ছেড়ে আমরা নীচ সুখ চাই কেন? পৃথিবীর মায়া প্রবৃত্তি আসক্তি, সেখানে

কি সুখ? নরকের সুখ পশুর। স্বর্গের সুখ দেবতার। মা, আমরা দেবীর সুখে সুখী হব।

আমাদের সুখ আবার কিসে? তোমাতে, তোমার রাজ্য বিস্তারে, তোমার কার্য্য করিতে পারাতে, তোমার নববিধান বিস্তার হওয়াতে, এতেই আমাদের সুখ। দেখ মা, আমাদের মন যেন তোমায় ছেড়ে অন্য সুখের দিকে না যায়। বিবেক পরিষ্কার রাখিব। মাস গেলে দেখিব যাহার প্রতি যাহা করিবার করিয়াছি, যাহাকে যাহা দিবার দিয়াছি; কাহারও আমাদের বিরুদ্ধে বলিবার থাকিবে না। একটা লোক বলিতে পারিবে না যে "আমাদের প্রতি কিছু অন্যায় করেছে।" বিবেক বলিবে, ভিতরে দিন বেশ গিয়াছে। মা, বিবেক যদি ভিতরে দেয় প্রসন্নতা তবে হয় প্রসন্ন। মা, পুণ্যবিহীন সুখ দিও না। বিবেকী হয়ে সুখী হইব। আমরা সময়, টাকা, বুদ্ধি, বল নষ্ট করিব না। আমরা ভাল হয়ে মার পায়ের নীচে পড়িয়া থাকিব। হে মাতঃ, পুণ্যেতে যাহা সুখ আমাদের দেখাও। পশুর মত খাইলাম ঘুমাইলাম, ইহাতে সুখ নাই, খুব উৎসাহের সহিত মার কাজ করিলাম, সেবা করিলাম, সেই সুখ দাও, মা। হে মঙ্গলময়ি, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পুণ্যেতে সুখী হই, শুদ্ধ হব এবং শুদ্ধতাতেই সুখী হব, এই প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অতুল ধনে ধনী।

শুক্রবার, ২৪শে মার্চ, ১৮৮২।

হে অগতির বন্ধু, হে দুর্জ্জন অধমের সখা, বণিকের ধন গণনা যেমন আবশ্যক, তেমনি সুখপ্রদ। কাজ কর্ম্ম যখন অধিক না থাকে, তখন সে বসিয়া সুখে ধন গণনা করে। কত ধনে ধনী সে বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া আনন্দিত হয়। তোমার কাছে আমরা কুড়ি বৎসরের অধিক ধর্ম্মের বাণিজ্য চালাইতেছি, এবং তোমার কৃপায় বহু রত্ন উপার্জ্জন করিলাম। হে মহাজন, তুমি তোমার ক্ষুদ্র জনকে অল্প মূলধন দিয়া তোমার ধর্ম্মের বাজারে কেনা বেচা করাইলে। কিনিলাম, বেচিলাম, সঞ্চয় করিলাম, প্রচার করিলাম, সাধন করিলাম, পুণ্য সঞ্চয় করিলাম। দেশ দেশান্তরে কারবার করিলাম। যত প্রচার করি মূলধন বাড়ে। ঈশ্বর, কত ধনে ধনী হইলাম। আমার হৃদয়ের ধন ভাণ্ডার খুলি, খুলিয়া দেখি কত ধন সঞ্চয় করিলাম; আমরা পৃথিবীতে তোমার স্নেহের আস্পদ; কত রত্নখনি হইতে কত রত্ন উপার্জ্জন করিলাম। সহস্র সহস্র লোক কত কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু আমরা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া কত সুখী হইলাম। হে পরমেশ্বর, জীব কলহ বিবাদ লোভ রাগ পরিত্যাগ করিয়া একবার দেখুক তুমি কত দিলে। আমরা এত পাপে কলঙ্কিত হইয়াও তোমার ঘরে আসন লইলাম। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নববিধানের ধর্ম্ম পাইলাম। স্বর্গের দেবতাদের সহবাস সম্ভোগ

করিলাম। পরলোককে বাড়ীতে আনিয়া রাখিলাম। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গকে দুই পার্শ্বে বসাইলাম। সহস্র সহস্র লোক বলিতেছে তোমাকে জানা যায় না। কিন্তু, মা আনন্দময়ী, আমরা তোমার ঘরে বসিয়া বলিতেছি, তোমাকে জানা যায়, দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়। আমরা এত পাপী হইয়াও তোমার ঘরে বসিয়া বাটি বাটি অমৃত পান করিতেছি। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ধন্য আমাদের কপাল, যে এত দুঃখী পাপী হইয়াও এত সুখ পাইলাম। আমরা আনন্দ স্বরূপের সন্তান। আমাদের ঘরে অনেক টাকা জমিয়াছে যে আমরা পরিবার পুত্র পৌত্র পাড়ার লোককে দিতে পারি, আর ভারতে, সমুদয় পৃথিবীতে, বিস্তার করিতে পারি। মা, আমরা এ রকম করে যেন সময়ে সময়ে ধন গণনা করে সুখী হইতে পারি। আমরা অসাধু তাহা জানি, কিন্তু এই পাপের ভিতরও আমরা যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি, শুনিতেছি তাহা কে পারে? একেবারে মা বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তোমার হাত ধরিতেছি। ইহা মূর্খ অসভ্যের পাগলামি নয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া, জ্ঞানের রথে চড়িয়া মার বাড়ী যাই। সভ্যের আলো জ্বেলে, মার মুখ দেখি। মা, তোমার নববিধান গরীব কাঙ্গালদের এত ধনী করিয়াছে! পৃথিবীর আশা বাড়ুক। পৃথিবীর অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হোক্। আমার মত অনেক দুঃখী বলিতেছে, যে নববিধান মানিয়াছে তাহার অনেক লাভ হইয়াছে। হে ঈশ্বর,

যেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি এর চেয়ে যেন আরও ভাল করে দিন কাটাই। যে সব রত্ন দিয়াছ তাহা যেন পরলোকে লইয়া যাইতে পারি। আমরা মাকে দেখিয়া দেখিয়া সুখী হইব। অতএব সেই সুখ বাড়িয়ে দাও। হে করুণাসিন্ধু, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন কুচিন্তা পাপে মনকে ক্ষত বিক্ষত না করি, আলস্য পাপে যেন উপার্জ্জিত ধন না হারাই, কিন্তু নববিধান সাধন করিতে করিতে দিন দিন আরও রত্ন উপার্জ্জন করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য প্রচার।

শনিবার, ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে পিতা, হে নববিধান রাজ্যের রাজা, আমরা কি পারিলাম? তোমার ধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ করিলাম না। পৃথিবীতে তোমার সত্যের সাক্ষী হইতে আসিয়া, ধর্ম্মরাজ, আমরা কি ঠিক সাক্ষ্য দিয়াছি? না আমরা কোন বিষয় গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অবিশ্বাসীর মধ্যে গণ্য হইলাম? নূতন সত্য শুনিলে পৃথিবী জাগিয়া উঠে; পুরাতন সত্য শুনিলে পৃথিবী ঘুমাইয়া থাকে। যখন তোমার কোন লোক তোমার নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে। হে হরি, যদি সেই উৎসাহ, সেই সুপ্তোত্থিতের প্রথম জাগ্রত অবস্থা এই ভারতে

দেখা না যায় তবে দোষ করিয়াছি, তবে বোধ হয় সাক্ষীরা গোপন করিয়াছে; আরও বলি সংসারের ঘুষ খাইয়াছে। সে জন্য তোমার বিচারের সমক্ষে সত্য কথা বলিতে পারিলাম না। হয় লোভে, কিম্বা ভয়ে, কিম্বা উভয়ের উত্তেজনায় সত্য কথা ঢাকিলাম। নতুবা নূতন কথা শুনিয়া কেন পৃথিবী জাগে না? কেন, বলিব তবে, মা? আমাদের লোকেরা ভীরু। যে যে কথা বলিলে মানুষ চটে তাহা বলি না, বলিতে সাহস হয় না। সত্যের কথা, ভক্তি পবিত্রতার কথা, আদেশ নীতির কথা, সমাজ সংস্কারের কথা সবই বলি, কিন্তু এই প্রত্যেক কথায় কিছু বাদ দিয়া বলি। দল পুরু রাখিবার জন্য সত্যকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। নাথ, কি হইল? নূতন কথা কতকগুলি আছে। ভারি চমৎকার। পৃথিবীকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। প্রত্যেকে কেন বলিতেছেন না? এই আমার হাতে ঈশ্বর;—কাণে তাঁহার কথা শুনিতেছি। একজন আগে গিয়া বলিয়া গেলেন, "যাহা বলিবার শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া লও।" তাই মা তোমার পা ছুঁইয়া এই নিবেদন করিতেছি, আমাদের মধ্যে ভীরুতা যেন আর না থাকে। সব সত্য এখনও বলি নাই তাহা বলি। মা, কিছু ইহাঁরা বলুন যাহা শুনিয়া লোকে বুঝিবে যাহা হয় নাই তাহা হইতেছে, যাহা শুনে নাই তাহা শুনিতেছে, যাহা কখন করে নাই করিতেছে। ইহাঁরা দেশ বেড়াইতে যান, নূতন কথা বলিয়া আসুন। আমরা সত্যসকল

ঢাকিয়া রাখিতেছি। চন্দ্রগ্রহণ হইয়া যাইতেছে। হে ঈশ্বর, আমরা সত্যসকল বলি। ভাল ভাল কথা বলি, নীতির কথা বলি, ধর্ম্মের কথা বলি, পুরাতন বেদান্তের কথা বলি। যাহাতে পৃথিবী চমকিয়া উঠে আর নববিধান জাঁকিয়া উঠে সেই সব কথা ইহাঁরা বলুন। আবার বলি, মা, যাহা গোপনে শুনিয়াছি তাহা বলিতে হইবে। মা, অভয় দান কর। আমাদের ভীরু মন বড় ভীত হয়েছে। এবার ভয় বারণ কর; মা, নূতন কথা বলিতে ভয় পাইব কেন? সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি, তোমার বিচারালয়ে সত্যসাক্ষ্য দিব। স্বয়ং পরব্রহ্ম বিচারপতি। গা কাঁপে ভয়ে কাহার কাছে সাক্ষ্য দিতে হইবে। কোন ভাই মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। যাহা বিশ্বাস কর, মান, মানা উচিত, তাহাই বল। হে করুণাসিন্ধু, হে দয়াময়, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা ঐ চরণতলে পড়িয়া যাহা শুনিব, নববিধানের সমুদয় সত্য পৃথিবীর কাছে, তোমার পুত্র কন্যাদের কাছে নির্ভয়ে যেন প্রচার করিতে পারি এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যুগলরূপ সাধন।

রবিবার, ২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে অনন্ত করুণা, জীবন্ত পিতা, আকাশে সূর্য্য এবং চন্দ্র, পৃথিবীতে অগ্নি এবং জল, তোমার রাজ্যের বিচিত্রতার

পরিচয় দিতেছে, এবং একটি অমূল্য তত্ত্ব শিখাইতেছে। এক বস্তুতে তেজ, আর এক বস্তুতে কোমলতা, দুইয়ের সামঞ্জস্য তোমার জগতে। ইহা হইতে এই কথা উদ্ভাবন করিয়া লইতে চাই যে, ঠাকুর, ধর্ম্মজগতেও এইরূপ, আকাশে দুইটি পৃথিবীতে দুইটি। স্বর্গে আমাদের ধর্ম্মরাজ পিতা এবং স্নেহময়ী মাতা, আবার পৃথিবীতে আমরা পুরুষ এবং নারী। দক্ষিণ হস্ত এবং বাম হস্ত, সূর্য্য এবং চন্দ্র, তেজ এবং কোমলতা, আমরা দুই ভাব লইয়া ধর্ম্ম সাধন করিব। ধর্ম্মের একাঙ্গ সাধন অধর্ম্মের কারণ হয়। দুই অঙ্গ ধর্ম্ম যখন সুচারুরূপে মিলিত হয় তখন তোমার প্রকাণ্ড ধর্ম্মরাজ্যে আমরা সকল প্রকার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। তোমাতে পুণ্য তেজরূপে, ভালবাসা জ্যোৎস্নারূপে বাস করিতেছে। যুগলমূর্ত্তি সাধন করিতে হইবে। প্রেমস্বরূপ, তোমার মন্দিরে, পবিত্র উপাসনাস্থানে, যেখানে হরিনাম হয়, সেখানে পুরুষের বামে স্ত্রী থাকিবে; এবং দুজনে একত্র হইয়া তোমার প্রেমপুণ্যের নাম সাধন করিবে। ২০ বৎসর ধর্ম্মের খেলাতে এই বুঝিলাম, ধর্ম্ম সাধন পূর্ণ হয় না যতক্ষণ স্ত্রী পুরুষ দুজনে মিলিত না হয়। ঈশ্বর, তুমি যাহাদের বাঁধিয়াছ, যে দম্পতি তোমার কাছে এক সূত্রে বদ্ধ হইয়াছে সাধ্য কি পৃথিবী তাহাদিগকে ভিন্ন করে? যদি করে মহা অনিষ্ট হয়। হে ধর্ম্মরাজ, হে পতিতপাবন, যদি বর্ত্তমান বিধানে তোমার এই বিধি হয় তবে সকলে একত্র হইয়া ভজন সাধন

করি। সকলে সংসারতীর্থের ভিতর ধর্ম্মকে অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের অক্ষয় ফল সঞ্চয় কর। দুই না হইয়া এক হও। হে ঈশ্বর, আমরা প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে ধর্ম্ম মন্দিরে টানিয়া আনিব। এবং যদি তোমার কাছে যাই দুইজনে যাইতে চেষ্টা করিব। হে ঈশ্বর, এই অবাধ্য মস্তক তোমার কাছে নত হউক। সময় আসিয়াছে যখন প্রত্যেকে আপন আপন সহধর্ম্মিণীকে লইয়া তোমার ধর্ম্ম সাধন করিবেন। তোমার এই আজ্ঞা আসিয়াছে। পিতা, বামে যদি স্ত্রীকে বসাইতে চাও তবে তুমি দয়া করে আসন দিয়া তাঁহাকে বসাও। দুইটি দুইটি, পথের পথিক হইয়া তোমার ধর্ম্ম সাধন করিব। তোমার কোলে দুই সন্তান, ঈশা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ; তোমাতে পুণ্য এবং আনন্দ দুই। তোমার দাস আসিল, দাসীকে ডাক। দাস দাসী হই মূর্ত্তি পৃথিবীতে; স্বর্গে পিতা মাতা দুই মূর্ত্তি। দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার এই যুগলরূপ সাধনের নূতন বিধি আদর করিয়া মস্তকে ধারণ করি এবং কায়মনোবাক্যে তাহা সাধন করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দাস ও দাসী।

সোমবার, ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮১।

হে দয়াল প্রভু, হে চিন্তামণি, আমরা কেমন হইব? ঠিক দাসের মত; আজ্ঞাধারী ভৃত্যের মত। যেমন তোমার মুখ হইতে অনুজ্ঞা বাহির হইবে, "বিবেক দাও, ভক্তি দাও," অমনি যেন তোমার আদেশ পালন করিতে পারি। ইহা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ হইতে পারে না। আনুগত্যই পরিত্রাণ, প্রভুর সেবাই সুখ। কেন পারি না তোমার কথা শুনিতে? তুমি যখন কাম ক্রোধ সংসার আসক্তি ত্যাগ করিতে বল, কেন পারি না? আমরা তোমার মতে চলি না, নিজের মতে চলি। আমরা সমস্ত দিনের মধ্যে তোমার কটা কথা শুনি? কটা কথা শুনিয়া চলি? তোমার আজ্ঞা শুনিলেই আমাদের কল্যাণ হয়, তোমার নববিধানের রাজ্য স্থাপন হয়, কল্যাণের রাজ্য স্থাপন হয়। তোমার আনুগত্য যেন স্বীকার করি। তোমার আজ্ঞা যেন পালন করি। পালন করি না বলিয়া কষ্ট পাই। আমরা দিনের মধ্যে যতবার তোমার কথা শুনি ও মানি যেন তাহার মত কাজ করি। তোমার ঈশার মাথায় কেন গৌরবের মুকুট পরাইলে? তিনি তোমার আজ্ঞা পালন করিলেন বলিয়া। অতএব মা, এই দেবীসন্তানের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে দাও। এই তোমার দাস এবং দাসী যেন সকল প্রকার পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, যত প্রকার পাপ আসক্তির ব্যবধান আছে

তাহা যেন দূর হয়। হে পরমেশ্বর, আমরা দুই জনে তোমার দাস এবং দাসী, তোমার হাত ধরি, ধরিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিব। তোমার মন্দির ঝাঁট দিব। তোমার ইচ্ছা-মত সন্তান পালন করিব। তোমার সেবা করিব। মা, তোমার সন্তান এই তোমার দাসীকে লইয়া আসিল। এখন যাহাতে দুজনে উদ্ধার হই তাহাই কর। একলা নয় কিন্তু সস্ত্রীক পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতেছি। দেবী, নিরাশ করিও না। তাহা হইলে তোমার নববিধান পূর্ণ হইল। সকলে আসুন। দলে দলে, যোড়া যোড়া আসুন; দাস দাসী হইয়া আসুন। প্রতিজন আপন আপন ভার্য্যা বামে লইয়া আসুন। এই জলপ্লাবনের সময় সকলে যোড়া যোড়া হইয়া নববিধানতরীতে আরোহণ করিয়া জলপ্লাবন হইতে বাচুন। এই যোড়া যোড়া মিলিয়া নূতন নূতন দেশ স্থাপন করিব। দুজনে যদি খুব এক হইয়া যায় তাহা হইলে অধর্ম্ম থাকিবে কেন? শরীরের সম্বন্ধ গেল, দুজনে মিলিয়া সংসার করিবে। দাস দাসী কেবল তোমার ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিল, তোমার সেবা করিতে লাগিল। দয়াময়, বিবাহের সময় আসিয়াছে। পুরাতন বিবাহ উজ্জ্বল করিবার সময় আসিয়াছে। হরি হে, যদি এই হুকুম হইল তবে হুকুম পালন করি। মা চান দুই কোলে দুজনকে রাখিবেন। তিনি ডাকিতেছেন, সকলে আয় না। সকলে দৌড়ে আয়, শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে আয়, স্তব স্তুতি করিতে

করিতে আয়। হে করুণাসিন্ধু, দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ কর এই আত্মাগুলিকে, ইহারা যেন ত্বরায় সঙ্গী আত্মাগুলিকে সঙ্গে লইয়া যুগলরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে তোমার নববিধান পূর্ণ করিতে পারে। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমাদের কার্য্য।

মঙ্গলবার, ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, যদি এখনই আমাদের জীবন শেষ হয়, এই মূহুর্ত্তে যদি আমরা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে পারি, তাহা হইলে কি আমরা আহ্লাদিত হইয়া যাইতে পারি? কাজ কি শেষ হইয়াছে? তোমার নিকট হইতে যাহা ভার লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা কি করিয়াছি? হে পরমেশ্বর, দুটি জিনিষের হিসাব তোমার নিকট দিতে হইবে। একটি মনের ভিতর পুণ্যসঞ্চয়, আর একটি বাহিরে আমাদের প্রতিভা জীবদের জীবনে স্থাপন। সঙ্গের সঙ্গী কেবল খাঁটি জমাট পুণ্য। তাহাই যদি হৃদয়ে থাকে, অর্থাৎ কুচিন্তা অহঙ্কার রাগ লোভ কাম এ সব যদি মনে না থাকে, মন বিবেকী হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার সন্তান হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে চলিয়া যাইবে। তোমার কাছে খাঁটি না হইলে কিছুতে পরলোকে যাবার উপযুক্ত হইব না। হাজার কেন সভ্য অনুষ্ঠান করি, প্রচার করি,

বই লিখি, রাস্তায় রাস্তায় নেচে নেচে গান করি, তাহা তুমি গ্রাহ্য করিবে না, যদি লোকের ভিতর প্রতিভা স্থাপন না করি। প্রতি প্রচারক কতকগুলি লোকের জীবন প্রস্তুত করিবেন, সেই লোকেরা তাঁহার লেখা পুস্তক হইবে। তবে তুমি তুষ্ট হইবে। মা, তুমি লক্ষবার বলিয়াছ ফল প্রসব না করিলে তোমার বাগানে রাখিবে না। এক এক গাছে হাজার ফল ফলিবে। এক এক প্রচারক-বৃক্ষে হাজার ফল ফলিবে, তা সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। তুমি যে বলিয়াছিলে পৃথিবীতে আসিয়া আমরা মানুষ তৈয়ার করিব, পরিবার গঠন করিব। মা, কৈ জ্ঞানে, প্রেমে, নববিধানের ভাবে কাহাকে গড়িয়াছি? কোন পরিবারকে গড়িয়াছি? হরি, অবশিষ্ট জীবন যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগী হই তাহাই কর। দয়াময়ি, রাশি রাশি পুণ্য দাও আমাদের হৃদয়ে। আমরা যেন বলিতে পারি যে আমরা নববিধান দিয়া অনেককে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি। শীঘ্র শীঘ্র সকলে কাজ করিয়া লউক যে কাজের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি। পাপ দূর হউক। হে অগতির গতি, কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর যাহাতে অসার কাজ ছাড়িয়া যাহার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছি সেই কাজ করিতে পারি এই প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সময়ের উপযুক্ত হই।

বুধবার, ২৯শে মার্চ্চ, ১০৮২।

হে পিতা, যাহা বলি তাহা যেন বিশ্বাস করি। যাহা বিশ্বাস করি তাহা যেন বলি, এ প্রার্থনা এখন খাটে না। কারণ আমরা আগে অনেক কথা বলিয়াছি যাহা বিশ্বাস করি না, সন্দেহ করি। এই কথা তখন বলি, যাহা বলিয়াছি বা বলি, তাহা যেন অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। দয়াময়ি, এ আমাদের সাধারণ সমাজ, সাধারণ ধর্ম্ম বিধান, সাধারণ ব্যবস্থা নহে। সেই যে আমরা বলিয়াছি যে জগত ঘুরিতে ঘুরিতে কখন সূর্য্যের খুব নিকটে আসিয়া পড়ে। এখন সেই সময়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়, ঈশার সময়, বুদ্ধের সময় আসিয়াছিল, আর এই এক সময়। আমাদের জগত পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই জায়গায় আসিয়াছে, যেখানে ঈশার জগত আসিয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে নাচিয়াছিলেন, বুদ্ধ যেখানে নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন। আমরা মুখে বলিয়াছি এ কথা, এখন যেন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি। নতুবা পৃথিবী আমাদিগকে প্রবঞ্চক কপট বলিবে। পৃথিবী সেই উন্নত স্থানে আসিয়াছে, সেই ধর্ম্ম সূর্য্যের নৈকট্য অনুভব করিতেছে। কিরণ গায়ে লাগিতেছে, ভারি নিকটে আসিয়াছে। হে ঈশ্বর, সহস্রবার তোমায় ধন্যবাদ করি যে, এই পাপী বাঁচিয়া রহিল সে সময় যে সময় পৃথিবীর উদ্ধারের সময়। স্বর্গ চুপি চুপি

ডাকিলে, পৃথিবী, তুমি নাকি শুনিতে পাও? ঈশা, মুষা, তোমরা নাকি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া পৃথিবী দেখিতে পাও? আহা কি সুখের সময়। কিন্তু এ সময় আর থাকে না বুঝি। এইবার গড় গড় করিয়া গাড়ি ষ্টেশন হইতে চলিয়া যাইবে। কত শতাব্দী পরে তোমার বাড়ীর কাছে আসিয়াছি কি সৌভাগ্য। এইবার কাছে থাকিতে থাকিতে ভাল করিয়া তোমার রূপ দেখিয়া লই। খানিক পরে গাড়ী সরিয়া গেলে সকলে কাঁদিবে। ওরে মন, যদি কাঁদ্‌বি ইহার পরে, তবে আমোদ লুটিয়া লও। জীব, এইবার স্বর্গে নিশান উড়িতেছে দেখিয়া লও। স্বর্গে ঈশা মুষা কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন দেখিয়া লও। মহোৎসবের সময় দেখিলাম ভাল, শুনিলাম ভাল, হইলাম না ভাল। প্রেমসিন্ধু, দুঃখী দুঃখিনীদের হইয়া প্রার্থনা করিতেছি সকলে যেন মনের সাধে দেখিয়া লইতে পারি। জগদীশ্বর, এখন যদি ঈশা বুদ্ধের জায়গায় পৃথিবী আর আমরা দাঁড়াইয়া থাকি তাহা হইলে এমন অনুপযুক্ত হইলে হইবে না, আমাদের মধ্যে তাঁহাদের ভাব চাই যে, সে রকম জীবন চাই। প্রাণের হরি, পুণ্য শান্তি দাও। পরিবার শুদ্ধ করিয়া লও। মা, কেবল কি মুখের কথা বলিতেছি? না, হবে কিছু? এই জায়গায় কি ঈশা দাঁড়াইয়াছিলেন? এই জায়গায় দাঁড়াইয়া কি বলিয়াছিলেন যে "আমার পিতার বাড়ীতে অনেক ঘর? পরমেশ্বর, তব কৃপায় শুভক্ষণ দেখিয়াছি, খুব মহোৎসবের সময় জন্মিয়াছি।

এখন এই সময়ের উপযুক্ত যাহাতে হই তাহাই কর। এ সব স্ত্রী পুত্র পরিবার সংসার মানি না। ধর্ম্মের সংসার, ধর্ম্মের সম্পর্ক, নূতন সংসার, নূতন পরিবার স্থাপন করি। এখানে সংসারের কান্না চলে না। এখানকার মত লইয়া চলিতে হইবে। মা জগজ্জননী, মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। আমাদের সকলকে জাগাইয়া দাও। উপযুক্ত করিয়া দাও। যার নামে রণভেরী বাজাইয়া নববিধান পূর্ণ করি। আর বিষয়ী সংসারী পাপী হইলে চলিবে না। এই লোকগুলোকে বাঁচাও। ঈশার মত, মুষার মত কাজ করুক, অন্য কাজ ইহাদের নহে, নহে, নহে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন সময়ের উপযুক্ত কাজ করিয়া, স্থানের উপযুক্ত কাজ করিয়া আমরা এ জীবনকে শুদ্ধ করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনলস কার্য্য।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, হে পাপীর গতি, আমরা কি ভাবে শেষ জীবন কাটাইব? আমাদের রোগ, শোক, জিজ্ঞাসা করিতেছে কি ভাবে আমরা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাটাইব? দৌড়িয়া কাটাইব কি শান্ত ভাবে কাটাইব? হে প্রেমময়,

খুব উৎসাহ চাও, না এখন শান্ত যোগ চাও? সিংহের আস্ফালন চাও এখনও, না তপস্বীর যোগ নির্জ্জন সাধন চাও? হে ঈশ্বর, জিজ্ঞাসা করিতেছি আমরা, উত্তর দাও। তোমার কি ইচ্ছা? এখনও এই ভগ্ন শরীর সেই রকম করিবে? করুক। ভারতে তোমার মন্দির স্থাপন হইল কৈ? লোকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার তোমাকে ডাকে, জীবনে সাধন নাই; বিষয়চক্রে ঘুরিতেছে। তোমার আসল মন্দির অধিক নাই। এই অবস্থাতে আপনা আপনি বুঝিতেছি, এখনও উৎসাহ চাই, দৌড়াদৌড়ি চাই, দেশ কাঁপান চাই। রুগ্ন শরীর বলে এখন এত কিরূপে পারিব? কিন্তু তোমার আজ্ঞা। তবে, ঠাকুর, আর বিলম্ব কেন? প্রহার কর। জানিয়ে দাও তুমি ছাড়িবে না। তোমার দাস হইয়াছি, এই আমাদের গৌরব ও মহত্ত্ব। আর ইহার সঙ্গে শান্তভাবে সাধন ভজন করিতে বল তাহাও করিব। ঠাকুর, তুমি বলিতেছ আর দিন কতক খাট, দৌড়াদৌড়ি কর, তার পরে কোলে করিব। দয়াময়ি, আমাদের মাথায় তোমার আশীর্ব্বাদ আসুক। তোমার আজ্ঞা যেন আমরা পূর্ণ করি। ছেলে মানুষের মত, যুবার মত খুব ধূমধাম করিতে হইবে। যদি তোমার এই আজ্ঞা হইল তবে জাগাইয়া তোল। অলসদের পরিশ্রমী কর, খাটাও। মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। স্বর্গেতে যেমন পৃথিবীতে তেমনি তোমার পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার

দাসেরা আপনাদের রুচি ত্যাগ করুক। বলুক, প্রভু যা বলেন তাই হউক। বাহুকে পরিশ্রমী কর। বিশ্রামের সময় পরে আছে। আমাদের মধ্যে খুব উৎসাহ হউক। আমরা খুব কাজ করি, লোক তৈয়ার করি, তাহার পরে তুমি বলিবে "আচ্ছা তোমরা বিশ্রাম কর। এ সব লোকেরা তোমাদের কাজ করুক।" দয়াময়ি, এ সময়ের উচিত কাজ করি। সকল সাধুদের স্মরণ করিয়া তোমার কাজে আমরা পরিশ্রমী হই, কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মবাণী শ্রবণ।

শুক্রবার, ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮২।

হে প্রেমের সাগর, হে জীবের উদ্ধারকর্ত্তা, মনের মধ্যে তোমার বাণী শ্রবণ স্বাভাবিক অবস্থা করিয়া দাও। তুমি প্রত্যেকের হৃদয়ে তোমার কথা শুনিবার ক্ষমতা স্থাপন কর। নতুবা নববিধান নববিধানরূপে পরিণত হইবে না। হে ঈশ্বর, তুমি কি এরূপ মনে করিয়াছ যে এবার নববিধান মানব বুদ্ধিকে একতা দিবে এবং ভ্রম অন্ধকারে পড়িলে আলোক দিবে? এবার কি বিবাদ-বুদ্ধি যাবে? তুমি কি মনে করিয়াছ মানুষ এক ব্রহ্মবাণী শুনিবে, এক কথা শুনিয়া

চলিবে, এক পথ ধরিবে; তোমার এক বিধি গ্রহণ করিবে? তাহাই যদি তোমার অভিপ্রায়, তবে সেই শুভদিন আমাদের ভিতর আসুক। বুদ্ধি ঠিক কর, তাহা হইলে প্রেম হইবে, মিল হইবে। নতুবা সকলে পাঁচ পথ ধরিবে, অমিল হইবে, প্রেম শুকাইবে। হে পিতা, যদি আমাদের সমস্ত জ্ঞান তোমার প্রদত্ত জ্ঞান হয় তাহা হইলে ভাবনা আর রহিল না। মানুষ অন্তরের সহিত তোমাকে ডাকিয়া কখন কি বিভ্রান্ত হইয়াছে? হে ঈশ্বর, ভ্রমনিবারণ নাম ধর; ধরিয়া আমাদের মনে ভাল বুদ্ধি দাও। আমরা এই সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি যে যখন তুমি আমাদিগকে ব্রহ্মবাণী শুনিতে দিবে তখন আমাদের ভ্রম তুমি রাখিবে না। আমরা কুবুদ্ধির ভিতর দিয়া যেন কুপথে না যাই। সকলকে এক কর। ব্রহ্মবাণী শুনিতে দাও, তাহা হইলে তো সন্দেহ আর হইবে না। তুমি এই উপাসনাঘরে বসিয়া খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেছ "এই কাজ কর, এই কাজ করিও না, অমুক জিনিষ ছুঁইও না, তোমার রুচি এই রকম কর, তোমার এই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে তাহা তুমি কর।" হে দয়াময়, আমরা শুনিতে যদি না পাই বড় দুঃখ। তুমি নিশ্চয় কথা কহিতেছ। যেমন পাখী ডাকে, কাণে নিশ্চয় শোনা যাইতেছে, তেমনি ব্রহ্মপক্ষী ভিতরে সুর করিয়া কথা বলিতেছ, নিশ্চয় শোণা যায়। হে দয়াময়, জানিতে দাও, শুনিতে দাও, বুঝিতে দাও। বিভ্রান্ত

হইতে দিও না, যেন সেই সাধন করি যে সাধনে তোমার কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাইব। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র সুখ।

শনিবার, ১লা এপ্রেল ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, গতিনাথ, যদি সুখী করিলে তবে ভাল করিয়াই সুখী কর। সুখের দোষ না থাকে এমন উপায় কর। হে দীনদয়াল, তোমারই পূজা অর্চ্চনায় আমাদের আনন্দ এবং তোমারই অর্চ্চনায় আমরা সুখী থাকি, এই তোমার অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা অন্য কার্য্য করিলে কি সুখ হয় না? তাহাও হয়। সেইটি দয়া করে বন্ধ করে দাও; যে কাজ করিতে তুমি বলিলে না, সে কাজ যেন আমরা না করি। মা, তোমার নিকট হইতে একটু সুখ পাইলে আমরা খুব সুখী হইব। যদি পবিত্রাত্মা হইতাম অন্যায় বিষয়ে কখনও সুখ হইত না। আমি যদি দয়া ধর্ম্ম না করি, ছুটো মিথ্যা কথা বলি, মায়াতে বদ্ধ হইয়া উপাসনাদির নিয়ম লঙ্ঘন করি, সে দিনও সুখ হয়। সেইটি হইতে দিও না। তোমার সম্বন্ধে আমার ধর্ম্ম স্থির কর। তোমার হাসি মুখ দেখিলে সুখী হইব। যদি পাপ করিয়া তাহা দেখিতে না পাই তাহা হইলে খুব দুঃখিত হইব। তোমার প্রসন্নতা পাইলেই সুখী হইব। আর কিছুতে নয় সুখশান্তি পবিত্র

করিয়া দাও। নামে ভক্তি, জীবে দয়া, সাধন করিতে করিতে সেই যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সন্তোষ রস হয় তাহাই দাও। তাহাই দাস তোমার নিকট চাহিতেছে। অনেক দিন কষ্ট পাইতেছি, এবার যেন সুখী হই। অশুদ্ধ সুখ হইতে উদ্ধার কর। শুদ্ধ সুখ দাও। তোমার ধর্ম্ম সাধনের সুখ, তোমার কথা শুনিবার সুখ, তোমাকে ভালবাসিবার সুখ এই সমুদয় দাস তোমার নিকটে চাহিতেছে। দয়াময়, শুদ্ধ সুখে আমাদিগকে সুখী কর, আমরা পৃথিবীর অন্যায় সুখ ত্যাগ করিয়া ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মের সুখে সুখী করি আমাদিগের এই প্রার্থনা। সুখের ভিতর যেটুকু বিষ আছে সেটুকু বিনাশ কর। নির্ম্মলা শান্তি দাও। শুদ্ধ সুখরস পান করি। প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মব্রত পালন করিব যে পাপ করিব না; পাপ করিয়া যে সুখ হয় তাহা আমরা লইব না। মা আনন্দময়ীর আদেশ পালন করিতেছি ইহাতে যে সুখ তাহা আমাদিগকে দাও। হে জননি, সংসার যদি সুখী করে তোমার সম্পর্কে যেন সুখী করে। দয়াময়, আর কিছুতে সুখী হইব না, তোমাতে কেবল সুখী হইব। হে করুণাময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সুখের লোভে পাপ পথে না যাই কিন্তু শুদ্ধ থাকিয়া সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অস্থিরতার মধ্যে অচল।

রবিবার, ২রা এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে হৃদয়ের সার ধন, পৃথিবীর সকল দিন সমান যায় না। হে হরি, নদীর জল আজ বাড়ে, আজ কমে; চন্দ্রের কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি; কখন শীত, কখন গ্রীষ্ম: কখন, যৌবন, কখন বার্দ্ধক্য, এই প্রকার পরিবর্ত্তন চারিদিকে; আমাদের অবস্থাও কখন ঠিক থাকে না। কিন্তু এই সকল অস্থিরতার মধ্যে তোমার বিশ্বাসী স্থির থাকেন। তোমার সাধু ভক্তেরা বাহিরে নানা প্রকার অবস্থায় চাঞ্চল্যের ভিতর স্থির থাকিতেন। হরি, যাহারা অস্থির তাহারা নীচ, হীন। যাঁর বাহিরের অবস্থা যাহাই হউক না কেন অন্তরে মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, অন্ধকার নাই, পরিষ্কার, এইরূপ অবস্থাই প্রার্থনীয়। আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া বায়ুস্রোতে একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার সুখ, একবার দুঃখ, একবার রোগ, একবার স্বাস্থ্য, এইরূপে চালিত হইতেছি। তোমার বিশ্বাসী যাহারা তাহারা নড়ে না; বড় জল পড়িলে হিমালয় ভাঙ্গে খানিক খানিক কিন্তু তোমার বিশ্বাসী অচল অটল। ঈশ্বর, তোমার প্রহ্লাদকে পৃথিবী কি না করিল? প্রহ্লাদ কি বলিল? অত পরীক্ষার মধ্যে স্থির হইয়া রহিল। এইটি হওয়া, ঠাকুর, বড় শক্ত। আমাদের অবস্থার বদল হইলেই মনের বদল। হে প্রেমস্বরূপ, তুমি যদি আমাদিগকে আন্তরিক দৃঢ়তা দাও, এই অবস্থায় অস্থিরতার মধ্যে স্থির

থাকিতে পারি। বাহিরে সুখ হোক, দুঃখ হোক; রোগ হোক, সুস্থ থাকি; কষ্ট হোক, বিপদ হোক; মন স্থির শান্ত থাকিবে। কাঙ্গালের প্রভু, আমাদিগকে দয়া করিয়া বাহিরের অবস্থায় অতীত করিয়া দাও। বাহিরের কোন অবস্থা আমাদিগকে যেন টলাইতে না পারে। ব্রহ্মপাদপদ্মে মন যেন চিরস্থির থাকে। মনের রাজ্য কৈ যেখানে ভক্ত বাস করিবেন? এ তো বাহিরের রাজ্য। অন্তরের রাজ্য কৈ, ঠাকুর? যেখানে শীত গ্রীষ্ম কিছুই নাই। যেখানে পাহাড় নিম্নভূমি কিছুই নাই। কোথায় সেই শান্তির রাজ্য যেখানে যোগী নিত্য শান্ত হইয়া ধ্যানে বসিবেন, সেই রাজ্যে লইয়া চল আমাদিগকে। সেই অনন্ত প্রেম পুণ্যের রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া চল। সেই রাজ্য স্থির, শান্ত, সেখানে শান্তিঃ শান্তিঃ নিয়ত উচ্চারিত হইতেছে। সেখানে পাপের উপদ্রব নাই, সেখানে কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই, সেখানে জল স্ফীত হয় না কমে না, সেখানে বার্দ্ধক্য নাই, রোগ নাই, সেখানে গ্রীষ্ম নাই, সেখানে অন্ধকার নাই। প্রেমময়, সেই ঘরে আমাদিগকে দয়া করিয়া লইয়া চল। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন অবস্থার অতীত হইয়া স্থিরভাবে যেন তোমার শ্রীপদ সাধন করিতে পারি এবং সকল প্রকার চাঞ্চল্যের ভিতর দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রূপ দেখিয়া উন্মত্ত।

সোমবার, ৩রা এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দীনদয়াল হরি, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম তাপিত প্রাণের একমাত্র শান্তি, যাঁহার ধন ঐশ্বর্য্য দীন দুঃখীর একমাত্র আশা ভরসা, তোমার কাছে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যুগে যুগে ভক্তেরা তোমার যেরূপ দেখিয়া মত্ততার অবস্থা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ দেখাও। সকলে বলে তোমার রূপ এক। কিন্তু এক হইলেও সকলে এক রূপ দেখে না কেন? তোমাকে বৈরাগীরা এক রকম, ভক্তেরা এক রকম, যোগীরা এক রকম সংসারীরা এক রকম দেখে। কেহ দেখিবামাত্র আনন্দে কাঁদিয়া উঠিল, কেহ দেখিয়াও শুষ্ক মন লইয়া রহিল। এক হইয়াও তুমি কত রকম হইয়া প্রকাশিত হও। দয়াময়, এমন সময় আছে তোমাকে কত ডাকিলাম কিন্তু তেমন আনন্দ হয় না। আবার এমন সময় আছে তোমাকে দয়াল বলিয়া ডাকিবামাত্র প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। হরি হে, আমার মনে এই হইতেছে যে, দেখিতে যদি হয় তবে সেই রকম করিয়া দেখিতে হয় যাহাতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সাধু হইতে ইচ্ছা হয়, পাপে ঘৃণা হয়, খুব সামান্য পাপ করিতেও ঘৃণা হয়, মা হইয়া আসিলে যদি এমন ভাবে দেখা দিয়া যাও যে চিরকাল মনে থাকিবে, সে দেখা দিলে আর কি আমাদের সংসারের লোভ হয়, আত্মা ক্ষীণ হয়? সেই যে মাতানো দেখা যাহা যুগে যুগে ঋষি ভক্তেরা দেখিয়া

ছিলেন সেই এক দেখা, যে দেখা পাইলে আর সব ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়। পাপ ছাড়িতে কি আর গৌণ হয়? হরি, দেখা দিতে এসেছ কাছে এস না? দুটো কথা কও। পায়ে পড়ি রূপটা দেখাও, তাহা না হইলে দুর্জ্জনের পরিত্রাণ হইবে না। মা বলিয়া ডাকিয়া অমনি চরণতলে পড়িলাম, আর কোন দিকে যাইতে ইচ্ছা হয় না। কিছু করিতেও ইচ্ছা হয় না। দয়াল হরি, যদি দেখা দিলে তবে আর একটু মাত্রায় দেখা দাও। যদি পাষণ্ডদলন নাম ধরিতে চাও ঐরূপ ধর; দেখি আর মজি, আর পড়ি। আমরা সাধন করি, মা বলে খুব ডাকি। প্রেমসিন্ধু, কৃপাময়, গরীব বলিয়া ভাল করিয়া দেখা দিয়া যুগে যুগে যেমন মন চুরি করিয়াছ তেমনি আমাদের প্রাণ মন চুরি কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মা-ধন।

মঙ্গলবার, ৪ঠা এপ্রেল ১৮৮২।

হে পরম দয়ালু, হে অকিঞ্চননাথ, নববিধানের মধ্যে মার আদর কৈ? রাজার আদর, পিতার আদর, সৃষ্টিকর্ত্তার আদর, ব্রহ্মাণ্ডপতির আদর কিছু কিছু দেখিতে পাই, কিন্তু জননীর আদর তেমন দেখিতে পাই না। আমরা কি জননীকে ভুলিলাম? আমরা কি নববিধানের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব

সাধন করিলাম না? যত কেন যোগ সাধন করি না, মা বলে না ডাকিলে সব মিথ্যা। জীবন মিথ্যা, দিন মিথ্যা। হরি হে, আমাদের কাছে তোমার মা নাম আদরের নাম করিয়া দিলে। মার নামে নূতন নূতন গান বাঁধিয়া দিলে। বিপদকালে মার দরজায় আঘাত করিতে বলিলে, দুঃখের সময় মার কাছে কাঁদিতে বলিলে, আর ছোট ছেলে যেমন মার কোল জড়াইয়া থাকে তেমনি তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে বলিলে। কিন্তু মা নামটি ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমাদের মত নরাধম যে তোমাকে মা বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া ডাকিবে, তোমার অঞ্চল ধরিয়া বেড়াইবে, ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কথা। মা, সুখের ধর্ম্ম পাঠাইয়াছ, এবার মা নাম করিয়া কাজ করি, সাধন করি, বেড়াই, এইটি করিতে হইবে। বাপের চেয়ে এবার মাকে বাড়াইতে হইবে। তুমি মা হয়ে অন্তঃপুরে সংসারের ব্যবস্থা করিয়া দিবে; মা হইয়া হৃদয়ের ভিতর পরমাত্মীয় হইয়া থাকিবে। মা বলিয়া না ডাকিলে চলে না। মা বলিয়া উন্মাদ হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন না করিলে চলে না। আমাদের মা ধন অতি সুন্দর ধন। মার কাছে যাই, মা মা সপ্তস্বরে সাধন ভিন্ন বৃদ্ধের উপায় দেখি না। মা, দিন গেল, এখন ক্রমে ভয় বিপদ বাড়িতেছে, পাছে নিরাশ হই, শুষ্ক হই, অবিশ্বাসী হই; ভয় হয় বলিয়া মাকে ডাকিব। ভীত মনই তোমার হাত খুব জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। আমাদের এখন যত ভয় হইবে এদিক ওদিক

তাকাইব না। মার বুকে মুখ রাখিয়া দিব। মার আদেশ শুনিব, মার কাজ করিব, মার মুখ দেখিব, আর মাঝে মাঝে মার বক্ষের সুধা পান করিব। কেবল ডাকি মা তোমায়, ক্ষুদ্র পশুশাবকের মত। বুদ্ধিবিহীন আমরা আমাদিগকে কোল দাও। এখন চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া মাকে ডাকিব, এখন মা মা বলিয়া কিছুদিন ডাকিয়া লই, তোমার পা খুব জড়াইয়া থাকি। তোমায় যেন খুব ভালবাসি। সকল ব্যবস্থা তুমি করিয়া দাও, আমরা সংসারের সকল ভার তোমায় দিয়া কেবল মা মা মা মা বলিয়া ডাকিব। তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল। আনন্দ পূর্ণ হইল। মার মত মিষ্ট নাম নাই, মার মত ধন নাই। অতএব জীব, মা বলে আদর করিয়া ডাক। ভাল করিয়া সুধামাখা মা নামটি কর। হে দয়াময়ি, কাঙ্গালের জননী, এই গরীবদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অবশিষ্ট জীবন মা বলিয়া ডাকিয়া সকল পুণ্য শান্তি পাই, কৃপা করিয়া, ভগবতী, এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পবিত্র অন্ন।

বুধবার, ৫ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পিতা, পৃথিবী এটা স্বীকার করিবে না যে, স্বভাব চলে যায়, ঘসিলে মাজিলে স্বভাব বদ্‌লায়। আমরা একজন নয়, সকলেই এ দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। ইহারা প্রেম করিতে জানে না। ভক্তেরা বলে ধর্ম্মের মহিমা কৈ রহিল, যদি কাল সাদা না হয়, কৃষ্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ না হয়? এজন্য তাঁহারা চিরকাল বলিয়া গিয়াছেন স্বভাব বদলায়। আমরা মরিবার পূর্ব্বে ইহা দেখাইয়া যাইব। হরি, দেখ যাহারা ঈর্ষান্বিত রাগী লোভী তাহাদের সেগুলো আছে কি না। যদি থাকে তবে তো স্বভাব বদলায় না। যদি দেখিতাম রাগী লোভী অহঙ্কারীরা এ দলে এসে বিনয়ী লোভশূন্য ক্রোধশূন্য হইয়াছে, তবে পৃথিবীকে বলিয়া যাইতাম, এই দেখ স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় ধর্ম্মের মহিমায়। হরি, এখনও উপায় যায় নাই। বদল হয় ইহার প্রমাণ কি এ দলে সাব্যস্ত হইতে পারিবে? এখনও যদি সম্ভব হয় দুটো পাঁচটা বদল হউক। স্বভাব বদল হইল না বলিয়া কাজগুলোও সেই রকম রাখিয়া যাইতে হইবে? মা, স্বভাব তো বদল হইল না। কিন্তু মা, চেষ্টা করিতে হইবে। গরীবের প্রার্থনা তোমার চরণে, এই প্রেরিতদের তোমার ঠাকুরবাড়ীর অন্ন খাওয়াও। পৃথিবীর লোকে যেন ইহার পরে বলে, মরণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছে; ঔষধ দিবার যে ঔষধ দিয়াছে। মা, এখানকার লোকে

কেবল তুমি যাহা দিবে তাহাই খাইবে। কেবল তোমার টাকা, তোমার চাল তাহা নয় তোমার রান্না পর্য্যন্ত খাইবে। তুমি অন্নকে ধর্ম্মান্ন করিয়া প্রচারকদের ডাকিয়া তাহাদের উদরে পবিত্র করিয়া দিবে। ভবিষ্যতের লোকে যেন জানিতে পারে স্বর্গ থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঔষধ দিয়াছে, মানুষ গ্রহণ করুক আর না করুক। তোমার ঠাকুরবাড়ীর ভাত যদি তোমার অভিপ্রেত হয় আমরা যেন কুণ্ঠিত হই? হরির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হরির বাড়ীর অন্ন খাই। নববিধানের ভাত খাইয়া দেখি ইহাতে ভিতরে নববিধান গজায় কি না। যতদিন বাঁচিয়া আছি এই হস্ত দিয়া তোমার কাজ করিব। পবিত্র অন্ন আহার করুক, প্রচারকের হস্ত পবিত্র হইবে, জিহ্বা পবিত্র হইবে, শরীর পবিত্র হইবে। যে যাহা করিবে করুক, বিধান পবিত্র থাকুক, দরবার নিষ্কলঙ্ক থাকুক। হে মাতঃ, হে অন্নপূর্ণা, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন, ভাই বন্ধু মিলিয়া তোমার হস্তের সাত্ত্বিক পবিত্র অন্ন খাইয়া প্রাণকে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার দলের লোক।

বৃহস্পতিবার, ৬ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে ভগবান, তুমি বলিতেছ কিছু হইল না, আমিও তাহাতে সায় দিতেছি। আসল কাজে নববিধান যদি নিষ্ফল হইয়া থাকে, তোমার সায় দেওয়াই ঠিক। তুমি যদি বল, তুই তো কিছু পারিলি না, তাহা হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে তোমার নিকট সাক্ষ্য দিব। কিন্তু অক্ষম হইব, আবার মিথ্যা কথা কহিব? কাজ কি? যাহা হইবার হইল, এখন তোমার কথা সত্য বলিয়া মানি। নববিধানের অর্থ এই, খুব বিভিন্নতা প্রভেদ থাকিলে প্রাণের ভাই বলা যায়, খুব মাতামাতি মেশামেশি হইতে পারে। আর প্রতি জনের ভিতরই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে। তাহা যদি না হইল, কেহ একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু কর্ম্ম, কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান, তবে সে পুরাতন বিধি হইল, রথখানা উল্টো দিকে গেল। তুমি 'হইল না, হইল না' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে। তবে এ নববিধি নয়, পুরাতন বিধি। মা, আমি নীল লাল সাদা সব রঙ্গ লইয়া মালা গাঁথিতে চাই, কিন্তু যে রঙ্গ চাই সে সব রঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মালা গাঁথি? মা, তুমি বলিতেছ, অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন কর; সকলেই দেখিতেছি লৌকিক, কেমন করিয়া হইবে? কোটি টাকা দিয়া বাড়ী

করিতে হইবে, এক পয়সাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? চড়্চড়ি রাঁধিতে হইবে, আলু, পটল, শাক আর এই হইল থোড়্ বেগুন উচ্ছে, যে তিনটা চাই তাহার একটাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? ইহারা বৈরাগ্যের খাওয়া খাইবে না, যোগাসনে বসিবে না, ধর্ম্ম সমন্বয় করিবে না, দায়িত্ববিহীন ফাঁকির কাজই রহিয়া গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত হইল? না লোক ভাল, আমি পারিলাম না? তাহাই বুঝি? মাল মসলা ভাল, আমি পারিলাম না, এই দুইটি ঠিক। এ মসলাতে আমি পারিব না। নববিধানের গঠনের সময় এঁরা অপারক হইলেন, ব্রাহ্মসমাজ গঠনের সময় ইঁহারা খুব পারিতেন। এখন করিলে কি, হরি, এখন বৃদ্ধ বয়সে এত বড় ধর্ম্ম আনিলে? সে রকম লোক কৈ, সে রকম মসলা কৈ, সে তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভালবাসিয়াছি, নাচিয়াছি, মত্ত হইয়াছি, আবার সে রকম করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুরাগ আবার কি? যাহা করিবার করিয়াছি, এখন আর হয় না। মা, আমার মনের মতন লোক চিরনবীন না হইলে হইবে না। ৭০ বৎসরে যে লোহার কড়াই খাইতে পারিবে, সে রকম লোক না হইলে আমার হইবে না। পারি না যে বলে, এমন লোক আমার দলের নহে, তাই বলে ভালবাসি কিন্তু আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। যৌবনকালে ইঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাদুরি কি? সে সকলেই করে। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা আর পারেন

না। অন্য লোকেও তাহাই করে। তবে আর নববিধান কি হইল? নববিধানের শত্রু হইলেন ইহাঁরা। মা, বল না, মসলার কি দোষ আছে? এ লোকদের দ্বারা কি হইবে? বলুন ইহাঁরা, আমি লোহার কড়াই খাইতে পারি, আমি ৮০ বৎসর বয়সে ১টা রাত্রি অবধি খাটিতে পারি। আমার ভক্তি-বিশ্বাস টলে না, দলপতি যাহা বলেন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে পারি। মা, তাহা যদি না বলেন আমার মনের মত লোক হইল না। আমাকে উপায় করিয়াছিলে, যন্ত্রী হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া দিলে, যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বারা কিছু হইল না। মা, তবে আর আমি কি করিব? ইহাঁরা দোকান ভাঙ্গিয়া দিলেন, আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া কি করিব? ইহাঁরা ব্রাহ্মসমাজের অপরাহ্ণ অবধি থাকিয়া সরিয়া পড়িতেছেন। আমি কি করিব। পৃথিবী বলিবে, তবে তোর দোষ আছে, নতুবা পুরাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়া যায় কেন? তুই ইহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিস্ নাই, তুই দুখানা কাপড় দিব বলিয়া একখানা দিয়াছিস্, তুই ইহাদের উপযুক্ত বেতন দিস্ নাই, তোর দলে যাব না, তুই মিস্ত্রী যেখানে তোর অধীনে কাজ করিব না। মা, বসিয়া হাসি, বসিয়া কাঁদি; লোক যাউক না, তোমার কাজ বাকি থাকিবে না, তোমার মন্দির নির্ম্মাণ হইবেই। আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চয়ই

প্রস্তুত করিব। ৪০ হাজার বৎসর পরে হউক কিন্তু হইবেই। পরিত্রাণ তো হইবেই। তুমিও ব্যস্ত নয়, আমিও ব্যস্ত নই। তোমার কাছে দশ পনর হাজার বৎসর, পাঁচ লক্ষ বৎসর পাঁচবার হাই তুলিবার সময়ের মত। আর তোমার গরীব ছেলেও তোমার প্রসাদে ব্যস্ত না হইতে শিখিয়াছে। হইবেই হইবে। ইহারা বলিয়া গেলে কি আর হইবে না? ঐ যে আবার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছে! ৫০ হাজার বৎসর পরেও তো আসিবে। মা, এ গরীব লোকগুলির কি হইবে বল? পারি না, পারি না আর কেন বলে? ইহাদের ভিতর ঈশা মুষার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। তবে পারি না বলিলে আর কি হইবে? হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা "পারি না" এই শব্দ ত্যাগ করিয়া তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উপযুক্ত দল।

শুক্রবার, ৭ই এপ্রেল, ১৮৮২।

ঠাকুর, একত্রে উৎসব করিলাম, সাধন করিলাম, আমোদ করিলাম, নাটক করিলাম, তাহার পর সব ফাঁক কেন? বন্ধুরা বলেন আমি পাপী, আমি বলি আমি পাপী। যত আমি আমার পাপ বুঝি ইঁহারা আপনাদের সাধুতা বুঝুন,

গুরু শিষ্যে প্রণয় হইল না, মিল হইল না, এখানে আনুগত্য সম্ভব নাই। আমার মতে সকলের পাপ বাড়িতেছে। আত্মগ্লানি বশতঃ অন্ন আহারে অনিচ্ছা। ভাইয়ের চরণ ধরিয়া কাঁদা ইহা আমি অনেক দিন দেখি নাই। আর কেহ দলপতি হইলে শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেন। সাধু বলিয়া লইতেন, সাধুতে সাধুতে মিলন হইত। কিন্তু ভগবান, যে নিজে আপনাকে এত পাপী বলে জানে তাহার শিষ্য কখন হইবে না। আমার চরিত্র আমি বুঝি, আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম না এবার। আমার মত পাপী কয়জন আমার কাছে আসিলে তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম। আর যাঁহারা আমার পূজ্যপাদ হইতে চান, তাঁহাদের দোষ ধরি, কিম্বা উপাসনার সময় তাঁহাদের ঠুকি ইহা ইচ্ছা করেন না, পূজনীয় হইয়া থাকিতে চান, তাঁহাদের লইয়া আমার কাজ হইবে না। আমি আমাকে পাপী বলিয়া জানি, ইহাতে যে কল্পনার রং দেওয়া তাহা নহে। এ কথা ঠিক। এজন্য আমার সঙ্গে মিলিবে না কাহারও। আত্ম-গ্লানির রথে ইঁহারা উঠিবেন না। ২৫ বৎসর পরে এত পাপের আলোচনা ইঁহারা শুনিতে চান না। "এত প্রেম ভক্তির সময় কেবল পাপ পাপ পাপ, এখন জীবন বেশ মধুময় হইয়া আসিয়াছে, বেশ সুখে আছি। একটু ভাইকে ভাল না বাসিতে পারিলে কি ক্ষতি?" এই কথা

সকলেই বলেন, কেবল আমি বলি না। ভগবান, আমি যে বিশ্বাস করি ভাইকে ভাল না বাসিলে ব্রহ্মদর্শনও হইবে না, স্বর্গে যাওয়াও হইবে না। রোজ বলি যে, "বল ভাই, আমি পাপ করিয়াছি," কিন্তু তাহা কেহই বলে না। আরও অগ্রাহ্য। মা, তোমার ছেলে তোমার রহিল। এখানে আমার চাকুরি বন্ধ হইল। না? আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই আমার কাজ করা হইবে না। যাহাদের পাপ নাই, লোভ নাই, যাহারা কল্যকার জন্য ভাবে না, যাহারা সাধু, তাহাদের সঙ্গে আমার মত বিষয়ী সংসারী, যে ছাপাখানার পয়সা আনিয়া খায়, তাহার সঙ্গে মিলিবে না। কাল হাতে কখন সুন্দর চরণ সেবা করা যায় না। আমি যদি আমাকে খুব নীতিপরায়ণ, খুব সাধু না বলি ইঁহাদের সঙ্গে মিলিবে না। মা, এখানে চাকুরি উঠিল বলিয়া দুঃখ কেন? তোমার সংসারে ঢের কাজ, ঢের চাকুরি। ইঁহারা যদি সেবা না গ্রহণ করেন ইহার পরের মনিবেরা লইবেন যাহারা চৌদ্দ হাজার বৎসর পরে আসিতেছেন; মনের সুখে তোমার সংসারে খাব দাব কাজ করিব। হে কৃপাময়, হে প্রেমসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অনুরাগে প্রেমে মিলিত হইয়া এক অবস্থার হইয়া উপযুক্ত দল হইয়া সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভিক্ষাব্রত।

শনিবার, ৮ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে প্রেমময়, ভিক্ষুকের মর্য্যাদা এই দেশের শাস্ত্রকারেরা চিরদিন গান করিয়াছেন। বিষয়ী সংসারীর কাছে হেয় নীচ, ধার্ম্মিকের কাছে ভিখারী অতি উচ্চ। হে ভগবান, তুমি জ্ঞান ভক্তের পক্ষে ভিখারী হওয়া কত আবশ্যক, কত প্রয়োজনীয়। ভক্তের মুখ ভিখারীর মুখ, ভক্তের ব্যবসা ভিক্ষা করা। প্রেমময় পরমেশ্বর, এই যে আশ্চর্য্য ব্রত তুমি পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছ, ভক্তেরা তাহার মহিমা বুঝিল! কি সুখ তাঁহাদের পবিত্র ভিক্ষার অন্ন যাঁহারা আহার করেন। কি সুখ তাঁহাদের যাঁহারা ভিক্ষার জলে তৃষ্ণা দূর করেন। উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা তবে কেন এত প্রবল? ভিক্ষাই যদি বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়, তবে মানুষ ভিক্ষা করে না কেন? তুমি যে দয়াসিন্ধু, দয়া করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য ব্রতটি স্থির করিয়া দিয়াছ। স্বর্গের রাস্তায় ভিক্ষার নিয়ম করিয়া রাখিয়াছ। যে স্বর্গে যাইবে সে ভিক্ষা করিতে করিতে যাইবে। আমরা অসাত্ত্বিক অন্ন উদরে রাখিয়া অপবিত্র হইলাম। তোমার প্রেম বুঝিলাম না। তোমার সহবাস পাইলাম না, তোমার কার্য্য করিতে পারিলাম না। ভিক্ষা করিলাম না। যে অন্ন উদরে গেলে শরীর পবিত্র হইয়া যায়, সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়, শরীরকে দ্বিজ শরীর করিয়া দেয় সেই ভিক্ষার অন্ন খাইলাম না। ভিক্ষা না করিলে তো

দ্বিজ হওয়া যায় না, উপনয়ন হয় না ; তুমি জান ভিক্ষা করা বড় উচ্চ কার্য্য। ভিক্ষা না করিলে দ্বিজধর্ম্ম গ্রহণ হয় না। দেব, অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষাতে পর্য্যবাসিত হয় এই ভিক্ষা তব চরণে। কাল অন্ন উদরে দিব না। লক্ষ্মীর সংসারে লক্ষ্মীর অন্ন আমাদের শরীর রক্ষা করিবে। আমরা সংসারে আসিয়াছি অর্থোপার্জ্জন করিতে নয়, কিন্তু ভিক্ষার মাহিমা দেখাইতে। তোমার দেওয়া অন্ন আমরা স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারিব। সংসারের অন্ন পৃথিবীর চাল স্পর্শ করিব না। লক্ষ্মীর হাতের দেওয়া অন্ন কেবল আহার করিব। ভিক্ষা করিতে দাও, ভারতের সেবা করিয়া ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করিব। তোমার ঠাকুরবাড়ীতে তোমার দেওয়া সাত্ত্বিক অন্ন যেন তোমার পরিবারেরা পায় এমন ব্যবস্থা করিয়া দাও। ভিক্ষা করিয়া শরীর রক্ষা করি। এই কঠিন ব্রত যাহাতে গ্রহণ করিতে পারি এমন ক্ষমতা দাও। ভিক্ষুকের বংশ ধন্য, ভিক্ষাতে আমাদের পরিত্রাণ। হে দয়াময়, দয়া করিয়া ভিক্ষার মাহাত্ম্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। হে কৃপাময়, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পৃথিবীর লোভ বাসনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার সাত্ত্বিক অন্ন উদরে দিয়া শরীরকে শুদ্ধ করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববর্ষের জন্য প্রস্তুত।

বুধবার, ১২ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে রূপসাগর, হে গুণসাগর, অদ্য কলঙ্কসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাহাতে কল্য পুণ্যধামে উপস্থিত হইতে পারি, এমন আশীর্ব্বাদ করিতে কৃপণ হইও না। বৎসরটা যায়, ৩৬৫ দিন যায়। গেল যে, দিন যে হইয়া আসিল। এই দুই বৎসরের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছি। হে দীনবন্ধু, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? এই যে এত বড় দায়ীত্ব লইয়া আর একটা নূতন বৎসরে প্রবেশ করিতেছি তাড়াতাড়ি। এই যে বৎসরের শেষে কত বড় বড় প্রার্থনা এইগুলি ঠাকুরঘরে ইহাঁরা শুনিলেন, আমাকে জানিতে দাও ইহাঁরা তোমার আদেশ কতদূর পালন করিবেন। কে কে কি ব্রত গ্রহণ করিবেন বল। হে রাজাধিরাজ, নববর্ষের আরম্ভটা অমনি যাইতে দিও না। পুরাতন পাপের জন্য অনুশোচনা করিয়া নববর্ষে নূতন কাজ আরম্ভ করি। তোমার রাজ্যে কি কি নূতন কার্য্য করিব ঠিক করিয়া ব্যবস্থা করিয়া লই। পুরাতন বৎসরের সম্পর্ক আর থাকিবে না, তাহার জঞ্জাল আর সঙ্গে লইব না। সব ঠিক করিয়া আনন্দে নূতন বৎসরে প্রবেশ করিব। ও রাস্তা কাল থেকে বন্ধ হইবে, নরনারী তোমার নূতন বিধানের পথে চলিবে। বৎসরের শেষে তোমার পদারবিন্দ আমাদের চিন্তার বিষয় হউক। যাহার যাহা করিবার থাকে করিয়া লই। হে কৃপাময়, হে গতিনাথ, কৃপা

করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই গম্ভীর দিনে বৎসরের শেষ দিনে কি কি ধর্ম্মের ব্যবসা গ্রহণ করিব কি কি কার্য্য করিব ঠিক করিয়া লই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসিনী।

শনিবার, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দীনকাণ্ডারী, আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার সন্তান সন্ন্যাসীদের পরিবারে থাকি। অবশিষ্ট জীবন আমরা যেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিতে পারি। পৃথিবী আশা করিয়া আছে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদিগের দল দেখিবে বলিয়া। দেখাও সেই নূতন সংসার। সন্ন্যাস ধর্ম্ম জঙ্গল হইতে কিরূপে সংসারে প্রবেশ করিবে দেখিতে চাই। সন্ন্যাসী স্ত্রীকে ছাড়িয়া মাকে পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেল চারি শত বৎসর পূর্ব্বে। সে রথখানি আবার হাসিতে হাসিতে সভ্যতার নিশান মাথায় করিয়া ঘরের দিকে ফিরিল কিরূপে বল। পরমেশ্বর, সোজা রথের ইতিহাস লিখিলে; এবার উল্টোরথের ইতিহাস লিখিবে না? যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিলে, যাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের কথ বলিবে না? নির্ব্বাসনের কথা বলিলে, ফিরিয়া আসিবার কথা বলিবে না? অবিবাহিত, ভার্য্যাত্যাগী, পরিবারত্যাগী, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পরিচয়

পৃথিবী খুব পাইয়াছে। এখন স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভিতর সন্ন্যাস পৃথিবী দেখিতে চায়। নূতন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী একত্র হইয়া কিরূপে সমস্ত সংসারকে ধর্ম্মের সংসার করে, সন্তান পালন করে, এবার তাহাই দেখাও। ইহাতে রাগ হয় না, লোভ হয় না, হিংসা হয় না, অহঙ্কার হয় না। ইহাতে টাকা হাতে পড়িলে কিছু ক্ষতি হয় না, যেন খড়ের মত। শ্রীহরি, সন্ন্যাসিনীর গল্পটা বল। অর্দ্ধেক গল্প বলিলে, গল্প পূর্ণ হইল না। অপূর্ণ গল্প বড় কষ্টকর। রথখানা চলিয়া গেল আর ফিরিয়া আসিল না? ঘরের ছেলে ঘরে আসিল না? বিষ্ণুপ্রিয়া চিরকাল কাঁদিবে? পরমেশ্বর, যাওয়ার পরে যে আসা, অদর্শনের পর যে দর্শন, বিচ্ছেদের পর যে মিলন, পুরাতন বিধানের পর যে নূতন বিধান। যে যাত্রার পর মিলন নাই সে যে অযাত্রা। ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যে যাত্রা করিয়া গেলেন, বলিয়াছিলেন আনন্দকে পাঠাইয়া দিবেন? কৈ আসিল না? ঈশা বর হইয়া আসিবেন, ঈশার সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ কবে হইবে? কৈ বর যে আসিল না? ভাল দিন বুঝি হইল না? ঋষিরা সকলে যে ফিরিয়া গেলেন, পৃথিবী অসার জানিয়া আপন আপন হিতসাধন জন্য বনে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর কি সন্ন্যাসিনী হয় না? তপস্বীর কি তপস্বিনী হয় না? উনবিংশ শতাব্দী ঘটক হইয়া সন্ন্যাসীর বিবাহ দিতে আসিলেন। এমন মেয়ে কে আছে যাহার কপালে লেখা সন্ন্যাসিনী? দয়াময়, এবার তুমি দয়া করিয়া

ব্যবস্থা করিয়া দিলে পতির সহিত সতীর মিলন। যে রথে সন্ন্যাসী একলা যাইত সে রথ ফিরিয়া গিয়াছে। এবারকার রথে সন্ন্যাসীর পার্শ্বে সন্ন্যাসিনী। এবার বর হইয়া ঋষিগণ নূতন বেশ ধারণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন। ধন্য তবে পৃথিবী। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন এই উপযুক্ত সময়ে যুগল সাধন করিয়া বৈরাগী হইয়া সংসার ধর্ম্মের মিলন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

রবিবার, ১৫ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে প্রেমস্বরূপ, সংসার এই কথা বলে, আমি সুখে থাকি ভাই দুঃখে থাকুক। আমি বেশ সুস্থ শরীর হই, যত ব্যামোহ ভাইয়ের হউক। আমার খুব টাকাকড়ি হউক, আমার খুব বিদ্যা হউক, আর ভাই গরীব হউক মূর্খ হউক। এই সংসার বলে, মনে মনে এই ব্রত সংসারের। তাহার পর ধর্ম্ম যখন সংসার তাড়াইতে আসিলেন কি বলিলেন? বলিলেন, আমি দুঃখী হই, ভাইও দুঃখী হউক; আমার রোগ হউক, ভাইয়েরও রোগ হউক; আমি তৃষ্ণায় জল পাইব না, ভাইও পাইবে না; আমার ছেলেদের টাকা অভাবে লেখাপড়া হইবে না, ভাইয়েরও ছেলেরা টাকা অভাবে মূর্খ

হইবে। মা, তুমি এই দুই অবস্থার মধ্যে শেষটিকে ভাল বলিবে বটে কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ চাও, তাহাই নববিধান পাঠাইলে। তিনি আসিয়া ধর্ম্ম সংসার উভয়ের মাথায় মারিলেন বলিলেন, আমি গরীব হইলামই বা ভাইয়ের টাকা হউক; আমি দুঃখী হই, ভাই সুখী হউক; আমি ছোট হইয়া যাইব, আর সকলে বড় হইবে; আমি অপমান পাইব, আর সকলে মান পাইবে· আমি ছাতা হইয়া থাকিব, সব রৌদ্র আমার উপর আসিবে, আর ভাইরা শীতল স্থানে থাকিবেন; আমি ভিক্ষা করিব, অপমান সহিব; ভাইরা ভিক্ষা করিবে না ভিক্ষার ফলভোগ করি'ব কিন্তু অপমান সহ্য করিবে না। মা, লোকে কেবল সংসার আর ধর্ম্ম এই দুইটাকে জানে। তৃতীয় যে আছে তাহা জানে না। বাইবেলে দুইখানা বই আছে, পরিত্রাণ যে আছে তাহা ভুলিয়া গেল। তেমনি সমস্ত পৃথিবী ধর্ম্ম ও সংসার এই দুই জানে। নববিধান জানে না। মা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম পৃথিবী বুঝে না। তুমি বলিয়াছ, সন্ন্যাস ধর্ম্মের এই নিয়ম, গুরু অপেক্ষা শিষ্য বড়। হে ভগবান, পৃথিবীতে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত প্রচার কর। আমি দেখিলাম লোকে আপনার ভাল যাহাতে হয় তাহাই করে। তাহার পরে দেখিলাম কতগুলি প্রচারক অন্যের কষ্ট যাহাতে হয় তাহাই করে। উনি খেতে পান না, আমিও পাই না। ওঁর ছেলেরা স্কুলে যাইতে পায় না টাকার জন্য, আমার ছেলেরাও পায় না। ওঁর কিছু জুটিতেছে না, আমারও জুটিতেছে না। মা,

এটি বড় ভয়ানক মত। আমার না জুটুক ওঁর কেন জুটিবে না? দয়াময়, আসল ধর্ম্ম এই, আমার কষ্ট হউক, উহার সুখ হউক। বৈরাগ্য মানে, পরে কষ্ট পাক্ তাহা নয়, বৈরাগ্য মানে আমি কষ্ট পাই। আমরা চেষ্টা করিব পরকে ভাল রাখিতে। সুখী হইব, মা, যে দিন এই মতে চলিব। মা, অন্যের ছেলেরা ভাল থাকুক। অন্যে ভাল আহার করুক, আমার কষ্ট হউক। প্রেমময়ি, ইহাঁরা চেষ্টা করুন কেবল পরের মঙ্গল করিতে, আপনাদের সুখের জন্য চেষ্টা করিবেন না। আপনারা দুঃখী হউক পৃথিবী বাঁচুক। মা, এই রকম এক দল লোক পাঠাও, আপনারা কম খাইয়া যাহারা পরকে জেয়াদা খাওয়াতে চেষ্টা করে। পরের সুখ দেখিয়া খুব সুখী হই। মা, চন্দন কাঠ হইব, ফোয়ারা হইব। নব বৃন্দাবনের রীতি শিখাও; প্রেমের উচ্চতম পথ দেখাও। নিকৃষ্ট যাহা কিছু আপনাদের জন্য রাখিয়া যাহা কিছু ভাল পরকে দিতে শিখিব। মা, দয়াময়ি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন নববিধি শ্রেষ্ঠ বিধি উত্তম বিধি গ্রহণ করিয়া পরসুখাকাঙ্ক্ষী হই, প্রাণ মন শরীর সমুদয় পরের ও জগতের কল্যাণের জন্য দিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আদেশে জীবন গঠন।

সোমবার, ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পিতা, বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বলিতে পারেন, বৃদ্ধ হইলাম তবু প্রত্যাদেশ আর ফুরায় না; সকল প্রকার শব্দ পুরাতন হইয়া গেল, বিধান উপকূলের রবের মধুরতা আর যায় না, তাঁহারা ধন্য, পৃথিবীর বিষয়কোলাহলে তাঁহাদের কর্ণ মলিন হইতে পারে না। নববিধানের বাদ্য বাজিতেছিল, পৃথিবী দূরে আসিয়া পড়িয়াছে তবুও কাঁশর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাইতেছে। প্রত্যাদেশ তবে ফুরায় নাই। আর কিছু হউক না হউক প্রত্যাদেশ শোনা যায়। তখনও যেমন নূতন নূতন আদেশ করিতে এখনও তাহা করিতে ছাড়িতেছ না। এখনও নির্ম্মল বিধি সকল প্রচার করিতেছে, এখনও একতারা বাজাইয়া বাজাইয়া কত সুধামাখা কথা বলিতেছ। মা, এখনও তোমার দিবার ঢের আছে। এবার থেকে আশা করি যে, ভাই বন্ধুরা বৈরাগ্য প্রেম দেখাইবেন, শ্রেষ্ঠ জীবন দেখাইবেন, উদারতা দেখাইবেন। মা, এই তো দিন আরম্ভ হইয়াছে। দেখিব দয়াময়ী, কি কি অলৌকিক ক্রিয়া হয়। তোমার সুমধুর বচন বন্ধ যেন না হয়। তোমার রসনা যেন বন্ধ না হয়। গরীবদের আর কেহ নাই। হে পিতা মাতা, এই অন্ধকারের সময়, বিপদের সময় তোমার কথা শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই। মা, এবার দেখিব কেমন ভাই বন্ধুরা কত ভাল হইয়াছেন। হে প্রেমময়, প্রেরিত-

দিগের জীবন কত উচ্চ হইতে পারে, তুমি দেখাও। আমাদের প্রতি দয়া করিয়া, ভারতপরিত্রাণের জন্য বলিয়া দাও যে "আমার এই কয়েকটি সন্তান যেমন সন্ন্যাস দেখাইয়াছে, আর কেহ তেমন পারিবে না।" তুমি আপন মুখে আমাদের কাণে কাণে বলিয়া দাও। আমরা চক্ষু মুদিয়া দেখি। সকলের ঘরে পরিবার সাজাইয়াছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী শ্রী বিরাজ করিতেছে, স্ত্রী পুত্র পরিবার দান ধ্যান করিতেছেন। পাঁচজন স্বাধীন জীব এক প্রেম পরিবার হইয়া থাকিতে পারে না, এই পৃথিবী বুঝিয়াছে; কিন্তু মা, এই বার নববিধানের নূতন ব্যাপার দেখাও। তেজ কিছুতে যায় না। হে ঈশ্বর, চক্ষু যেন না বলে, কর্ণ যাহা কিছু বিধি শুনিল আমি তাহা একটাও দেখিলাম না; চক্ষু কাণের সাক্ষী হউক। গরীবের বাড়ীতে নববিধানের ভক্তিজল ছড়াছড়ি হইতেছে একবার দেখি। দেবি করুণাময়ি, একবার দয়া করিয়া আমাদিগাক এই আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বর্গরাজ্যের সংবাদ যাহা কিছু শুনিয়াছি সেই সুখ চক্ষে দেখিয়া সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

একস্থর।

মঙ্গলবার, ১৭ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে হিমালয়ের দেবতা, তুমি আমাদের ভিতর যখন আসিয়াছ, তখন কেন আমাদের মধ্যে অমিল থাকিবে? তুমি তো অমিলের রাজা নও, যুদ্ধের রাজা নও, অপ্রেমের রাজা নও। তুমি আসিয়াছ শান্তি প্রেম দিবার জন্য। তোমার নাম শান্তি, তোমার গুণ শান্তি। তোমার লোক বলিয়া আমরা পরিচয় দিব। এক কর, তোমার সঙ্গে এক কর; ভগবান, তোমার লোকদের সঙ্গে এক কর। বাদ্যকারকে ছাড়াইয়া বাদ্য স্বতন্ত্র হয় না। আমাদের বাজনা এক সুরে বাজুক। সকলের বাজনায় মিল থাকুক। তুমি বাদ্য বাজাও, আমরাও ছোট ছোট বাজনা লইয়া তোমার সঙ্গে বাজাই: লোকে তোমার স্থর শুনিতে পায়, প্রকাণ্ড বাদ্যের স্থর. আমাদের বাজনা তাহার ভিতর লুকাইয়া থাকে। আমাদের বাদ্য তোমার সঙ্গে এক হইয়া যাক, লোকে শুনিয়া বলিবে পিতার সঙ্গে এমন মিল যে ঠিক যেন একখানি স্থর, এক বাদ্য। তোমার এমনি অনুগত আমরা হইতে চাই। পরমেশ্বর, আমাদের সে মিল নাই। তোমার স্থরের সঙ্গে আমার স্থর মিলে না। তুমি যদি পঞ্চম ধর, আমি ধরি মধ্যম। মানুষের সঙ্গেও মিলে না। ভগবান, মানুষ কেন স্বতন্ত্র হয়? হৃদয়ের স্থর এক কর। এই ঘরে যতগুলি মানুষ সকালে ঢোকে কাহারও বাদ্যের সঙ্গে কাহারও

মিলে না। মা, সুসঙ্গীত যে হইল না। ভাইয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া লই, লইয়া তোমার সঙ্গে মিলাই। একখানি সুর যেন, একটি বাদ্য যন্ত্র যেন বাজিবে। ভক্তি জ্ঞান যোগবাদ্য, ঈশাবাদ্য, গৌরাঙ্গবাদ্য, সব লইয়া এক তাল এক সুর করিয়া ঝঙ্কার করিয়া বাদ্য উঠিবে, একখানি জমাট সুর। আট জন আট রকম সুর বাজায় কিছুতেই মিলে না। মা, তুমি যদি মিলনের দেবী হইয়া আসিয়াছ, তবে সুর কয়টা এক করিয়া দাও। ভাইদের সুরে আমার গলা। আমাদের স্বতন্ত্রতা আর রাখিও না। আমরা আসিয়াছি, একখানি বাজনা বাজাইতে। আমরা এক সুরে গান শুনিতে আসিয়াছি। মা সরস্বতী, একবার বীণা ধর, ভক্তদলের সঙ্গে ঝঙ্কার করিয়া বাজাও। আমরা স্বর্গের গান শুনিয়া মোহিত হই। আমরা ভাইদের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া তোমার সঙ্গে এক করি। একখানি সুর, একটি বাজনা বাজুক। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন স্বর্গের বাদ্য শুনিয়া মোহিত হইতে পারি, এবং সকলে মিলিয়া তোমার সুরে যোগ দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের প্রেম।

বুধবার, ১৮ই এপ্রেল, ১৮৮২।

হে হরি, যে প্রেম অত্যাচারীর অত্যাচার বহন করে, যে প্রেম তোমার প্রেমের সন্তান, তোমার সমুদ্রপ্রেমের বিন্দু সেই প্রেম ভিক্ষা করি। পৃথিবীর প্রেম দেখিয়াছি, ভগবানের প্রেমের কাছে কাহারও প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। সে প্রেম সহোদরেরও নাই, সতীরও নাই, পিতা মাতারও নাই। সে প্রেম কি, যাহা আমি পৃথিবীকে বিলাইব? সে স্বর্গের না পার্থিব? সে ঈশা গৌরাঙ্গের প্রেম না পৃথিবীর প্রেম? ভালবাসা পাইয়া যে প্রেম দেয় সে অতি সামান্য প্রেম। পশুরাজ্যের মধ্যে প্রেম আছে, পাখীদেরও ভালবাসা আছে, বাঘেরও প্রেম আছে। যে আমাকে গালাগালি দেয়, কটু বলে, অবিশ্বাস করিয়া আক্রমণ করে তাহাকে কে ভালবাসে? পৃথিবী এ প্রেম শিখায় না। শৃগাল সিংহ জড় জীব মানুষ এ প্রেম শিক্ষায় না। এখানকার প্রেম অতি নীচ, বাজারের প্রেম, পয়সা দিয়া কিনিবার প্রেম। আমরা কি প্রেম চাই?—যে প্রেম ঈশা গৌরাঙ্গ পৃথিবীকে দিয়াছিলেন। যে প্রেম স্বর্গের দুটি ভাই পৃথিবীকে দিয়াছিলেন। যে প্রেম জগাই মাধাইকে ভালবাসিয়াছিল। যে প্রেম ভাল মন্দকে দিয়াছিল। যে প্রেম কিছু পায় না তবু দেয়। খুব আক্রান্ত হইল তবু দেয়। স্বামী স্ত্রীকে ততদিন প্রেম দেয়, স্ত্রী স্বামীকে ততদিন প্রেম দেয় যতদিন মিষ্ট কথা। বাপ ছেলের

ততদিন ছেলে বাপের, ততদিন যতদিন মিষ্ট কথা। বিরুদ্ধ ভাব পাইলে পৃথিবীতে আর প্রেম থাকে না। সে প্রেম চাই না। হে ঈশ্বর, মনুষ্যপ্রকৃতিকে বিশ্বাস নাই। এখন ঠাণ্ডা, তখন গরম ; এখন শীতল, তখন উত্তপ্ত। বিশ্বাস করি তাহাকে যে ক্ষমার দাদন আগে দিয়া রাখিয়াছে ; প্রেম ক্ষমা আগে দিয়া রাখিয়াছ। যে বলে "পৃথিবী আগে থাকিতে তোমার যাহাতে মঙ্গল হয়, সে জন্য প্রেম দিলাম।" সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া যে প্রেম দিয়াছে। ব্রত লইবার দিন সকলকে ডাকিলাম ; ডালি সাজাইলাম। বলিলাম, বন্ধু, তুমি এই লও, শত্রু, তুমি এই লও। আগে দিয়া রাখিলাম। যদি অত্যাচার করে আরও কিছু জেয়দা দিলাম। অতিরিক্ত দেওয়াটাই ভাল। টাকা আগে জমা রাখিলাম। এত প্রেম করিব যে আগে থাকিতে দাদন দিব। নববিধানের রাজা যিনি তিনি বলেন—মনুষ্য পাপ করিবে তাহার অন্ত আছে, কিন্তু ক্ষমা অনন্ত। মা, ছোট প্রেমের ভিখারী হইব না। অল্প ক্ষমা করিব না তো। সমস্ত দিন ক্ষমা করিব। সকালে উঠিব ক্ষমা করিয়া, রাত্রে শুইব ক্ষমা করিয়া। ক্ষমা আমাদের জীবন হউক। ক্ষমা কর তুমি, আর ক্ষমা করি আমরা। মার ক্ষমা, স্বর্গের ক্ষমা, দেবতার ক্ষমা আমরা পাইব। যাহারা কেবল ভালবাসিয়া ক্ষমা করিয়া গেল, তাহারা দিন কিনিয়া লইল। চন্দন কাষ্ঠে খোঁচা দিলে কেবল যে সুগন্ধই বাহির হয়। মা, তুমি যাহাকে চন্দন করিয়াছ

তাহার কি চন্দনত্ব যায়, তাহার শুধু তো উপরে নয় হাড়ের ভিতর চন্দনের সুগন্ধ। ঈশ্বর হে, যেন চন্দনের মত মধু প্রকৃতি হই, তাহার উপায় করিয়া দাও। কেহই রাগাইতে পারিবে না। যে রাগাইতে আসিবে তাহাকে ভালবাসিব প্রাণের ভিতরে লইয়া গিয়া। ভগবান, যে নিয়মে তুমি রাজ্য চালাইতেছ সেই নিয়মে আমাদের চলিতে দাও। প্রেমসিন্ধু, দয়াময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার উচ্চদরের প্রেম পাইয়া সকলকে প্রেম করিয়া ক্ষমা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি। [মে—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের ছবি।

মঙ্গলবার, ১৩ জুন, ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে শ্রীনাথ, তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার কার্য্য করি এই ইচ্ছা। হে বিনোদ, তোমাকে লইয়া আমোদ করি এই ইচ্ছা। দেখ তোমার সাধুরা সুরপুরে বসিয়া কত আমোদ করিতেছেন; সপ্তসুরে গান করিতেছেন। কি ব্যস্ততা, কি উৎসাহ তাঁহাদের মধ্যে! আমরা যেন ঘুমাইয়াছি। সেখানে পবিত্র আনন্দের উৎস। কত রকম আমোদ। পরমেশ্বর, সুরাপান একটা আমোদ। পুণ্যসুরা, প্রেমমদ পান। ঈশা দিলেন গৌরাঙ্গকে পুণ্যসুরার পাত্র, আবার গৌরাঙ্গ দিলেন ঈশাকে নামানন্দ রসের পাত্র।

দৌড়াদৌড়ি একটা আমোদ। ঈশা দৌড়িলেন মুষার দিকে মুষা, দৌড়িলেন ঈশার দিকে, দুইজনে মিলিয়া কোলাকুলি করিলেন। তোমার ছোট ছোট শিশুরা সেখানে লুকোচুরি খেলা করিতেছেন, কত দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। ভক্ত বালক আর সতী বালিকারা কত খেলা করিতেছেন। বড় আমোদ হইতেছে উঁহাদের মধ্যে। কে আগে নিশান ছুঁইতে পারে, সব ভক্ত বালক মিলিয়া দৌড়িতেছেন। আর একজন যাই আগে গিয়া নিশান ছুঁইতেছেন, আর সকলে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। 'ধন্য ধন্য ঈশ্বরতনয়' সকলে বলিয়া উঠিতেছেন। ঈশা গিয়া আগে নিশান ছুঁইয়া দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছেন। কেহ গান করিতেছেন। কেহ বাজাইতেছেন, কত রকম বাদ্য আছে। কেহ নৃত্য করিতেছেন বাহু তুলিয়া। কত আনন্দের নৃত্য। মা, তোমার ছেলেগুলি তো নয়, যেন পুঁতুলগুলি। তোমার স্বর্গ তো নয় যেন খেলাঘর। তুমি তাঁহাদের লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে দিন যাপন করিতেছ। স্বর্গে কি ঋষিরা কেবল ঘুমাইতেছেন? তাহা নয়, স্বর্গে কত ব্যস্ততা, কত উৎসাহ। স্বর্গ টলমল করিতেছে। কি রাসের ধূম, কি ঝুলনযাত্রার ধূম। আনন্দের ফাগ লইয়া সকলে সকলের গায়ে দিতেছেন। প্রেমময়, এই ছবিটি বড় সুন্দর। আমরা চাই এই ছবিটি আমাদের হৃ[illegible] সত্য সত্য আসে। দেবতাগণ আমাদের হৃদয়ে অ[illegible] হইয়া খেলা করুন। আ[illegible] শুষ্ক অসার কল্পনায় স্বর্গ চাই না।

এই ছবিখানি সত্য করিয়া দাও। দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন স্বর্গের এই ছবিখানি, দেব দেবীর নৃত্য, ঠিক সত্য সত্য হৃদয়ে দেখি, আর উহার পুণ্য-দর্শনে সুখী এবং শুদ্ধ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীব সেবা।

বুধবার, ১৪ই জুন, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, হে মহাপ্রভু, প্রত্যেকের জন্য তুমি তো কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, তোমার সংসারে সেই কার্য্য করিলে জীব পরিত্রাণ পাইবে। কর্ম্মকাণ্ডকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। কিন্তু সে কার্য্য তোমার কার্য্য হইবে, আমার কার্য্য হইবে না। তোমার চরণ ধরিয়া সেবা করিব, এই হস্ত জীব সেবার জন্য উৎসর্গ করিব। এই জন্য জন্ম লইয়াছি। জীব সেবা যে না করে, কেবল যোগে সে পরিত্রাণ পাইতে পারে? তোমার সঙ্গে জীবের এমনি যোগ যে তোমার কাজ করিতে হইলেই জীবের সেবা করিতে হয়। জীবকে ভালবাসিতে হয়। কাজ কি? কেবল কি খাওয়া পরা? না। তোমার ধর্ম্ম প্রচার, জীবকে জ্ঞানদান, দুঃখীর দুঃখ দূর এই সকল কাজ করিতে হইবে। জীবের হিতসাধন কার্য্য, পরের শ্রীবৃদ্ধির কার্য্য, এই সকল অনেক কাজ রহিয়াছে। মনে করিলেই হাসিয়া খেলা করা যায়। হরি, তোমার দুই ভাল।

যোগী তোমার মুখ দেখিয়া হিমালয়ে বসিয়া স্বর্গলাভ করেন, আবার যখন নিম্ন ভূমিতে গিয়া তোমার ভক্ত তোমার সেবা করেন, সদনুষ্ঠান করেন, তখনও সুখী হন—দুইয়েতেই সুখ। দৌড়াদৌড়ি করিলেও সুখ, আবার নিস্তব্ধ হইয়া যোগাসনে বসাও সুখ। নাথ, আমাদের মধ্যে কেহ যেন কর্ম্মবিহীন না থাকে। যাহার যাহা উপযুক্ত কাজ তুমি দাও। কত বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, মনে করিলে সকল বল-বীর্য্য দিয়া করা যায়। হে ঠাকুর, আর অলস হইয়া থাকিতে দিও না। হে ঠাকুর, কর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে দিও না। হে হরি, কর্ম্ম দাও। যে কর্ম্মে মুক্তি হয়, শান্তি হয়, পুণ্য হয়, এমন কর্ম্ম দাও। সুপবিত্র কার্য্য জীবের কল্যাণ। ভাল করিয়া ভাল মনে, পুণ্য জলে স্নান করিয়া, যে কাজ করে তাহার অনেক ভাল হয়। কে সেই কার্য্যের সোপানে স্বর্গে যাইতে পারে? মানুষ আপনার উৎসাহ তেজ চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে জগতের চারি সীমায় গিয়া পড়িবে। তোমার সংসারে চাকর হইয়াছি। ভাই বন্ধুদের খুব সেবা করি। কেবল আপনার মঙ্গল ভাবিয়া স্বার্থপরতার অগ্নিতে যেন না পুড়ি। যাও জীবন, তুমি পরহিতে নিযুক্ত হও, তুমি পরসেবায় শুদ্ধ হও। মা, তোমার শ্রীচরণতলে পড়িয়া খুব তোমার সেবা করিব, আর তোমার সন্তান মণ্ডলীর সেবা করিব। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন নিষ্কর্ম্ম হইয়া না থাকি,

কিন্তু স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তোমার চরণতলে থাকিয়া পর-সেবা করিতে করিতে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যযুগের আগমন।

বৃহস্পতিবার, ১৫ই জুন, ১৮৮২।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথবন্ধু, তোমার এই নবধর্ম্মে সত্য যুগ কি তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কলিযুগের ব্যবহার কি, জীবন কি, কি তাহাতে দেখিলাম। শুনিতেছি, সত্য যুগ আসিতেছেন, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিব। কি তিনি, কে তিনি, আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। সত্যযুগ সত্যযুগ অনেকে বলে, সত্যযুগ কি পদার্থ আমাদিগকে জানিতে দাও। আমরা কলির কীট হইয়া রহিয়াছি, সত্যযুগের জীবন কি জানি না। এই শোভাযুক্ত হিমালয় পূর্ব্বে তোমার যোগী ঋষিদের ভুলাইয়াছিল। এখানে যদি এক সময় সত্য-যুগ ছিল, যোগধর্ম্ম ছিল, তবে মনে হয় এখানে সাধন করিলে আবার বুঝি সত্যযুগ আসিবে। সেই বরফ কমে না, সেই শোভা যায় না, সেই মেঘ রহিয়াছে, সেই ঝরণা আছে, এখনও যোগ ধ্যানের স্থান আছে, কিন্তু সে মানুষ নাই, তোমার সত্যযুগ আর নাই। মানুষ লইয়াই তো যুগ। ভারতে

সব আছে, মানুষ নাই। এখানে ঋষিরা, ঋষিপত্নীরা থাকিতেন। আমরা এখানে আসিয়াছি কিন্তু আমাদের বলিতে লজ্জা হয় যে আমরা ঋষি আর আমাদের পত্নীরা ঋষিপত্নী। আবার কি সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে? যদি আমরা ঋষি ঋষিপত্নী না হইতে পারি তবে আমাদের এখানে আসা বৃথা। আমরা যখন আসিতেছিলাম, প্রাচীন বৃদ্ধ হিমালয় আপনার ক্রোড় বাড়াইতেছিলেন, বৃদ্ধ পিতা সন্তানদিগকে আদর করিয়া ডাকিতেছিলেন যে, নববিধানের লেকেরা আসিতেছে আবার বুঝি সেই ঋষিবংশের ন্যায় আমার মুখ উজ্জ্বল করিবে। কিন্তু যদি তিনি দুর্গন্ধ পাপী ভণ্ড বলিয়া আমাদিগকে দূর করিয়া দেন, তখন কাঁদিব। হরি, তুমি যদি এমন আশা দাও যে, আবার সত্যযুগ ফিরাইতে পারি, আবার পর্ব্বতকে হাঁসাইতে পারি, আবার ঋষি ঋষিপত্নীর ন্যায় হইব, তবে পর্ব্বতে আসা সার্থক হইবে। হে দয়াময়, হে সত্যযুগের রাজা, তোমার সেই যুগ আন। হিমালয়কে জাগাও, চারিদিকে ভক্তি উদ্দীপন কর। আমরা যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সত্যযুগের ঋষিদের মত হইতে পারি, তবে কৃতার্থ হইব। উচ্চদেশে থাকিয়া উচ্চ হইব। নীচ বাসনা চিন্তা ছাড়িব। সত্যযুগ, তুমি এস। সত্যযুগ আসিলে আমাদের খুব উৎসাহ পুণ্য প্রেম বাড়িবে। আমাদের জড়তা দূর হইবে। পরস্পরের প্রতি ব্যবহার মধুময় হইবে আমাদের সত্যযুগ আসুক, আর সমস্ত পৃথিবীর সত্যযুগ

আসুক। হে দীনবন্ধু, হে কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন নিরুৎসাহ জড়তা ত্যাগ করিয়া তোমার সত্যযুগ আসিতেছে, ইহা বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাসনয়নে দেখিয়া আনন্দের সাজ পরিয়া সপরিবারে শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখী পরিবার।

শুক্রবার, ১৬ই জুন, ১৮৮২।

হে প্রাণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃথিবীতে পরিবার লইয়া সুখী হওয়া ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য। তোমার অভিপ্রায় এই, আমরা সাধন করিয়া একটি শান্ত সুখী পরিবার লইয়া সুখী হইব। তোমার নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, পবিবার প্রস্তুত করা। তোমার ইচ্ছা এই, স্বামী এবং স্ত্রী, মাতা এবং পিতা, ভাই এবং ভগিনী একটি নব-ভাব লইয়া পৃথিবীতে জীবন কাটাইবেন। এমন ভাবে ধর্ম্মেতে পরিবারের মিলন হয় নাই, যেমন নববিধানে হইবে। মানুষ পরিবারে সুখী হইবে এমন ভাব পৃথিবীতে হয় নাই। সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী হইয়া অনেকে বৈরাগী হইয়াছেন। এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক মহাপুরুষ তোমার এই আজ্ঞা পালন করিয়াছেন। তাঁহারা পরিবার লইয়া যে সুখী হইবেন, পাঁচজন বন্ধু বান্ধব লইয়া

সামাজিক সুখে সুখী হইবেন তাহা তুমি তাঁহাদের দিলে না। তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাঘের ছালে বসিয়া অরণ্যে তোমার সাধনে বসিলেন। তাঁহারা সকল দুঃখ বহন করিয়াও, প্রাণেশ্বর, তোমার আদেশ পালন করিলেন। কত কষ্ট তাঁহাদের পাইতে হইয়াছিল। হে করুণাসিন্ধু, এখনকার সাধকদের তো সে কষ্ট নাই। ইহাদের টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না; স্ত্রী পরিবার গৃহ বন্ধু সব আছে। কি তাঁহাদের দুঃখ ছিল, আর কি সুখই আমাদের! কিছুরই অভাব নাই আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। মাত, তব বন্দোবস্ত এই; নববিধানের ভক্তকে পালন করিবার জন্য তোমার বন্দোবস্ত এই। লজ্জা হয় ভাবিলে। কত দুঃখ পাইয়াছিলেন সেই সকল পূর্ব্বকালের বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী। তাঁহাদের কথা ভাবিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। মা, তুমি এবার সুখ দিবে। কেননা পরিবারের সুখ যে অতি মিষ্ট সুখ। ভাই বন্ধু পরিবার লইয়া তোমাকে ডাকা যে বড় সুখ। এবার সুমিষ্ট সুখের সজন সাধন। এ তো পরিবার গৃহ সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সাধন নয়। এ যে সুখের সাধন। কিন্তু হরি আমাদের দায়িত্ব অনেক। আমাদিগকে সুখী পরিবার দেখাইতে হইবে; বাপেতে ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভগিনীতে খুব ধর্ম্মের মিলন, ধর্ম্মের বন্ধন, খুব সৌহৃদ্য। এরূপ হইতে হইবে। কেবল অসার সংসারস্থাপন করিলে হইবে না। পূর্ব্বকালে

তাঁহারা গৌরবের মুকুট পরিলেন বটে কিন্তু সে দুঃখ পাইয়া। তাঁহারা স্ত্রী পরিবার সব ছাড়িয়াছিলেন। তাহারা তো আমাদের মত স্ত্রী পরিবারকে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মচরণে আনিতে পারিলেন না। হায়, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর আমাদিগকে তুমি কত সুখ দিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য হইল। আমার স্ত্রী পরিবার সমুদয় লইয়া ধর্ম্ম সাধনে সুখী হইবার অধিকার পাইয়াছি। হরি, এ ঋণ কিসে পরিশোধ হইবে? স্ত্রী পুত্র সমুদয় একটি একটি করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। আপনার তো সমুদয় লিখিয়া পড়িয়া তোমাকে দিতে হইবে। আবার স্ত্রী সন্তান সকলকে ষোল আনা তোমাকে দিতে হইবে। বড় ছোট সকলকে একটি একটি করিয়া তোমার চরণে দিব। মা, তবে তো এ ঋণ শোধ প্রাণে হইবে, শান্তি হইবে। আমরা সমুদয়গুলি তোমার ভক্ত হইব। তোমার সাধনভক্ত, তোমার দর্শনভক্ত হইব, তোমার নববিধানভক্ত হইব। তোমার ছেলেগুলি মেয়েগুলি একখানি অখণ্ড পরিবার হইবে। একখানি সচ্চিদানন্দের পরিবার হইবে। সকলগুলি তোমার হইবে। নববিধানের সুখের পরিবার গঠন কর। একটি একটি সুখের জ্যোতির্ম্ময় পরিবার তুমি চাও। তাহাই দিতে হইবে। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন দুষ্ট অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া নববিধানের মূল সঙ্কল্প সাধন করিয়া এক একটি

সুখী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুখের হরি।

শনিবার, ১৭ই জুন, ১৮৮২।

হে প্রেমময়, হে সত্যপালন, মনুষ্য সন্তানকে কৃপা করিয়া তুমি দেখা দাও। তোমার উপর যাহারা নির্ভর করিরা থাকে তাহাদিগকে কৃপা করিয়া তুমি দেখা দাও। যাহারা সংসারের সমুদয় সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্যের পথ ছাড়িয়া তোমার পথে আসিয়াছে তাহাদের সম্বল ঐশ্বর্য্য কেবল তুমি। তাহাই বলি তুমি দিন দিন উজ্জ্বলতর মধুরতর হও। তুমি যে ভক্তদের বড় প্রিয়। তুমি সকলের কাছেই আছ, কিন্তু ভক্তদের নিকট যে বড় মনোহর। সকলেই তোমায় ঈশ্বর বলিয়া ডাকে, কিন্তু ভক্তের কাছে রসস্বরূপ। হরি, সেই ভাবে আমাদিগকে দেখা দাও। তুমি পাহাড়ে আছ, নিম্নভূমিতে আছ, কিন্তু যেমন পাহাড়কে আলো করিয়া বসিয়া আছ, মধুময় করিয়া বসিয়া আছ, ভক্তদের নিকট, যোগীদের নিকট, এমন আর কোথায়? সকল প্রকার কষ্টের একমাত্র শান্তি তুমি, সকল প্রকার অন্ধকারের একমাত্র আলো। এজন্য সকল সময় তোমাকে ডাকি। তোমার নাম রাখিব, হৃদয়ের আরাম, চক্ষুর আরাম, তুমি আমাদের

নিকট শূন্য এবং শুষ্ক হইয়া থাকিও না। মনে যেন তোমাকে ডাকিয়া কষ্ট দুঃখ কিছু না থাকে। বক্ষের ধন বক্ষে থাক, চক্ষের ধন চক্ষে থাক, তোমার সঙ্গে মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখী হই। তোমাকে যেন সুখের হরি বলিয়া জানি। হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন দিন দিন ঐ চরণের মধু এবং সুধা পান করিয়া ভিতরে যত জ্বালা, শোকসন্তাপ আছে সমুদয় জুড়াই, মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রেমরাজ্য স্থাপন।

রবিবার, ১৮ই জুন ১৮৮২।

হে দয়াময়, হে হৃদয়নাথ, মন এই বলিয়া খেদ করে, জীবনের কার্য্য হইল না। যে সকল কার্য্য করিতেছি ইহারই জন্য কি ভবে আসিলাম? তাহা তো নয়। যে জন্য ভবে আসিয়াছি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলাম না। জীবনের যে একটি কার্য্য আছে সেইটি অতি উচ্চ কাজ—লোক প্রস্তুত করা, নববিধানের লোক গঠন করা। বুদ্ধিমান, বিদ্বান, গৌরবান্বিত, যোগী ভক্ত উপাসনাশীলেরা আসিল। আসিল না কাহারা? যাহারা পরস্পরকে ভালবাসিয়া জগতের উপকার করিবে। তবে, হে পিতা, ভারতে কি করিতে আসিলাম? তোমার নববিধান যে প্রেমের ধর্ম্ম, যাহাতে শত্রুতা

অক্ষমা, বিবাদ, বিসম্বাদ দূর হইবে, এবং সকল মনুষ্য প্রেমে বদ্ধ হইয়া আনন্দে তব গান করিবে। আমরা পৃথিবীর বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপন করিয়া দিব। সকল বিধর্ম্মী মিলিয়া এক প্রেমে বদ্ধ হইবে; সাধু অসাধু, ধনী নির্ধনী মিলিত হইবে; ইহা তো হয় নাই? তবে আমাদের জীবনের কার্য্য তো হয় নাই? আমরা এতগুলি লোক যদি চেষ্টা করি তবে কি প্রেমের পরিবার গঠন করিতে পারি না? খুব সাধক যাঁহারা হইলেন, তাঁহারা কি উদার হইতে পারিলেন না? দয়াময়, জীবন থাকিতে থাকিতে আমরা যেন প্রেমের পরিবার দেখিয়া যাইতে পারি; অন্ততঃ অল্পসংখ্যকের মধ্যেও প্রেম স্থাপন হইবে। হরি হে, কোথায় তোমার প্রেমের রাজ্য? সে আনন্দের ভবন কৈ? সে শান্তি নিকেতন কৈ? যেখানে গেলে স্বার্থপরতা ক্রোধ অক্ষমা অশান্তি থাকে না। সে দেশ কোন হিমালয়ে স্থাপিত? জগদীশ, সে দেশে লইয়া চল। দয়াময়, প্রেমের রাজ্য আর বিস্তৃত হয় না, ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হয়। প্রেমময়, কেন এমন হইতেছে? হে ঈশ্বর, সহস্র শত্রুতা সত্ত্বেও যদি মানুষ পরস্পরের পদধূলি চুম্বন করিতে পারে তবেই নববিধান প্রতিষ্ঠা হইল, নতুবা আমরা যতই বিরক্ত হইয়া পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া থাকিব ততই নববিধান মলিন হইবেন। হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার নববিধানের যে

মূল উদ্দেশ্য, প্রেমরাজ্য স্থাপন, তাহা সুসিদ্ধ দেখিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধান বংশ।

সোমবার, ১৯শে জুন, ১৮৮২।

হে দীনজনের গতি, হে ব্রহ্মরাজ্যের রাজা, তোমার দল তুমি কৃপা করিয়া পরিপুষ্ট কর। আমরা যেখানে থাকি তোমার নববিধানের পুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করিব। আমরা যেখানে থাকি তোমার ধর্ম্মের জয় আকাঙ্ক্ষা করিব। পৃথিবীতে মানুষের আর কি চাই। ধর্ম্ম চাই, পরিত্রাণ চাই। যদি মনের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে এই ধর্ম্মই মনুষ্যের শান্তি, ভারতের মুক্তি, দুর্ব্বলের বল, দুঃখীর সম্বল, রোগীর ঔষধ তবে যাহাতে ইহা বিস্তার হয় এমন চেষ্টা করি। দল বাড়াও, শিষ্য প্রশিষ্য বাড়াইয়া দাও, বালক বালিকার দল, যুবার দল, বাড়াইয়া দাও। সকল ধর্ম্ম বাড়িয়া উঠিয়াছে, এ গাছ কেন সতেজ হইয়া উঠিতেছে না? হরি, ভবিষ্যদ্বংশীয়দের বিষয় চিন্তা করিলে মন চিন্তাকুল হয়। কৈ লোক কৈ,? আমরা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলে কে এ সমুদয় কাজের ভার লইবে, কে আমাদের স্থান লইবে? এই চিন্তা হয়, হওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে আমাদের দায়ীত্ব বাড়িবে প্রেমসিন্ধু, বিশ্বাসীর দল আরও আন, আমাদের বংশ বাড়াও।

দয়াময়, ফুলের মহিমা চারিদিকে ছড়াইবে, একটি বীজ ষোল শত ফল প্রসব করিবে। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র সকলে বিস্তৃত হইবে। যোগীর বংশ, ভক্ত বংশ, সন্ন্যাসী বংশ বাড়িবে। নববিধানের যে বীজ পুঁতিলে ইহা হইতে অনেক বংশ বাড়িবে। বীজের মহিমা বড় ভয়ানক। এই বীজের বংশ হইতে কত বংশ, কত শাখা প্রশাখা বাহির হইবে, প্রতাপান্বিত হইবে, চারিদিকে তেজ লইয়া বিস্তৃত হইবে। হরি হে, আমরা দেখিতে চাই যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে একটি তরু, তাহা হইতে আবার প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বাহির হয়। এই সূর্য্য-বংশের বীজ আবার কলিযুগে আসিল, ইহা হইতে আবার কত বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইবে। আমাদের ভিতর যদি বড় বড় যোগী ঋষি তপস্বীর বীজ থাকে তবে আমাদের ভিতর হইতে সাধু বংশ বিস্তৃত কর। তোমার বীজের মহিমা কি বলিব, হরি? তুমি আমাদের দল বাড়াও! এই ক্ষুদ্র দল সর্ষপ কণার ন্যায়, ইহা হইতে প্রকাণ্ড তরু ও তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হউক। ভৌতিক রাজ্যে তোমার যেমন নিয়ম, ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি। আহা, ঈশ্বর, তোমার কি বল! তুমি যে বীজ পুঁতিলে কি ভয়ানক। তুমি এক বীজে লক্ষ লক্ষ গাছ কর। এক বীজ লইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। তোমার বীজের মহিমা কি বলিব। এক নানক বীজ হইতে শত শত, হাজার হাজার, শিখ উৎপন্ন হইল; এক ঈশা বীজ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক বাহির হইল।

নাথ, এই কামনা করি স্বর্গের এমন বীজ ফেল পৃথিবীতে যাহাতে বৃষ্টি পড়ুক আর রৌদ্রই হউক, বীজ তেজে গজিয়ে উঠে পৃথিবীময় বিস্তৃত হইবে। একবার দেখি কিরূপে ভূখণ্ড হইতে ভূখণ্ডে, দেশ হইতে দেশান্তরে নববিধানবংশ লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বিস্তৃত হয়। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন ঐ চরণতলে পড়িয়া বীজ শুকাইব না, কিন্তু দিন দিন পরিপুষ্ট হইব; আমাদের দল বাড়িবে, বংশে বাড়িবে, দেশ দেশান্তরে নববিধানের নিশান গমনাগমন করিবে; মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যৌবনে সঞ্চয়।

মঙ্গলবার, ২০শে জুন ১৮৮২।

হে গতিনাথ, হে গরীবের ধন, বাল্যকালে যৌবনে যাহারা সঞ্চয় করে বার্দ্ধক্যে তাহারা ধনী এবং সুখী। বৃদ্ধ পরিশ্রম করিতে পারে না, রুগ্ন পড়িয়া থাকে, দুর্ব্বলের বল থাকে না, কিন্তু সেই বার্দ্ধক্যে তাহাকে উত্তেজিত রাখে যৌবনের বিশ্বাস। যৌবনে বার্দ্ধক্যকে পরিপোষণ করে। বৃদ্ধ-আমি যুবা-আমিকে কতবার নমস্কার করা উচিত। যৌবনে যাহারা তোমার সহাস্য মুখ দর্শন করে কি সৌভাগ্য তাহাদের! যৌবন তালুক স্থাপন করে, রাজ্য স্থাপন করে,

বার্দ্ধক্যের জন্য। যুবা মন্দির স্থাপন করে বৃদ্ধ বসিয়া পূজা করিবে বলিয়া। যুবা শাস্ত্র প্রস্তুত করে বৃদ্ধ ক্ষীণ দৃষ্টিতে ঘরে বসিয়া পাঠ করিবে বলিয়া। যুবা সঞ্চয় করিয়া রাখে বৃদ্ধ তাহা ভোগ করিবে বলিয়া। পিপীলিকা সঞ্চয় করিয়া রাখে শীতকালে তাহা খাইবে বলিয়া। হে দয়াল, কি সুন্দর ব্যবস্থা তোমার! আমরা কি সেরূপ খাটিতে পারি এখন যেমন আগে পারিতাম? মা, শিশু যখন রাঁধিয়া খাইতে পারে না মা তাহাকে স্তনের দুগ্ধ খাওয়ান; তেমনি যৌবন বার্দ্ধক্যের মাতা হইয়া স্তনপান করায়। বাল্যও যা, বার্দ্ধক্যও তা। বৃদ্ধ যদি সেই যৌবনের দিকে তাকাইয়া যৌবনের স্তন পান করে কত কি পায়; তাহার আর খাটিতে হয় না, সঞ্চিত পুষ্টিকারক যে সকল ধর্ম্মের ভাব আবশ্যক তাহা ঐ স্তন মধ্যে, যাহাকে যৌবন বলি। হে পরমেশ্বর, যৌবন বড় উপকারী, বৃদ্ধ যেন যৌবনকে অবহেলা না করে। পিতা, ভাগ্যে আমরা যৌবন-কালে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম পাইয়াছি। ভাগ্যে আমরা অসাধু সঙ্গে পড়ি নাই। তাহাই ধর্ম্মরাজ্যে আমাদের জন্য কত ধন সঞ্চিত আছে। অনেক খাটিয়া যাহা হয় না ভক্ত এক ঈশারায় তাহাই পাইলেন। যাহাদের জন্য মধুচাক প্রস্তুত তাহারা কি জন্য ক্ষীণ হইবে ক্লিষ্ট হইবে? দয়াময়, তোমাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দি, আর এই বিনীত প্রার্থনা করি যে, সঞ্চিত ধন বাড়াও। প্রেম আরও বাড়াও। হে দীননাথ, হে কৃপাময়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশী-

র্ব্বাদ কর আমরা যেন যৌবনকে বারবার নমস্কার করিয়া যৌবনে সঞ্চিত যে ধন তাহা আনন্দে সম্ভোগ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ র। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবনবেদ।

বৃহস্পতিবার, ২২শে জুন, ১৮৮২।

হে প্রাণেশ্বর, হে দয়াময়, শাস্ত্র বলিয়া চারিদিকে খুঁজিয়া বড়াই কিন্তু শাস্ত্র আপনি। অনেক বেদ লিখিয়াছ তুমি, হে নন্ত বেদব্যাস, কিন্তু জীবনবেদ তুমি যেমন লিখিয়াছ, মন শাস্ত্র আর কৈ? যত পড়ি তত জ্ঞানী হই, যত বুঝি ত মোহিত হই। হে গুরু, জীবন পুস্তকে যে সমুদয় তত্ত্ব পড়াইলে, বুঝাইলে, সে সমুদয় অতি আশ্চর্য্য তত্ত্ব। দয়াময়, এ বই কিন্তু তুমি লিখিয়াছ তাহাতে ভুল নাই। আমার জীবন পুস্তক তুমিই লিখিয়াছ। পদ্যগুলি কি সুমিষ্ট, কি ভাবে পূর্ণ। গদ্যগুলি কি নীতিপুর্ণ, কি গম্ভীর। পরমেশ্বর, এই এক এক গ্রন্থ তোমার এক এক লীলা। তোমার জ্ঞান প্রেম বাৎসল্য পুণ্য এক এক খণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। তুমি নিজ হস্তে কলম ধরিয়া লিখিতেছ। পুস্তকের শিষ্য চাই, পাঠক চাই। গুরু তুমি, লেখক তুমি। পাঠক চাই। যদি এই গ্রন্থ শিষ্য হইয়া পড়ি

কত জ্ঞান পুণ্য লাভ হয়। দয়াময়, আমিও পড়ি, সকলেও পড়ুন। এই জীবন গ্রন্থ তুমি দয়া করিয়া বুঝাইয়া দাও। এই নববিধান গ্রন্থে তোমার ভক্তদের জীবন লিখিয়াছ। এ গ্রন্থ কেন আমরা ভাল করিয়া পড়ি না? যেমন লেখা, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি ভাবার্থ। পরমেশ্বর, জীবন পুস্তক বড় বহুমূল্য। এই বহুমূল্য পুস্তকখানি মানুষ যদি আপন বুদ্ধিতে বুঝিতে যায় অনর্থ ঘটে। তুমি লিখিয়াছ, তুমিই বুঝাইতে পার। আর কেহ পারে না। এই সকল ভাবের কথা জীবনে লিখিয়াছ। অনেক অনেক গভীর্ উচ্চ উচ্চ কথা লিখিয়াছ, পৃথিবী পড়ে না বলিয়া দুঃখ হয়। মা, তুমি বইখানি খুলিয়া পৃথিবীর কাছে দাও। গুপ্ত জীবনের রহস্যগুলি লোককে পড়াও। পৃথিবী পড়ুক, শিখুক। এই সকল নরনারীর জীবনগ্রন্থে সকল তত্ত্ব লিখিয়াছ, তাহা বহুমূল্য, তাহা সকলের নিকট আদরের হউক। হে প্রেমস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব শিখাও। এ পুরাণ ছাড়া নূতন পুরাণ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের লেখা, বাইবেল গ্রন্থ। এ কেবল সামান্য মনুষ্য জীবন। কিন্তু হরি হে, সামান্য মনুষ্য জীবনেই কি লেখা লিখিয়াছ। দয়াময়, জীবন পুস্তক পাঠ করিলে যে ফল হয় তাহা ইহ পরকালে সম্ভোগ করিতে দাও। ইহা ভবিষ্যতে হাজার হাজার লোকে পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সেই জ্ঞানে শান্তিরস পাইবে। হরি হে, ইহার অক্ষরগুলি দেবাক্ষর পদ্মাক্ষর। মা, তোমার সকলই

ভাল। এ পাপীর জীবন লিখিলে মুক্তার অক্ষরে? সরস্বতি কোটি কোটি প্রণাম করি তোমাকে। জীবন পুস্তক আমার নিকট পূজিত হউক; ভাই বন্ধুদের নিকট আদরের হউক। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন এই জীবন পুস্তকের সমাদর করি এবং ইহার সত্য সকল সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহজ সুখের ধর্ম্ম।

শুক্রবার, ২৩শে জুন, ১৮৮২।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমের আকর, তুমি মনের শান্তি, তুমি শরীরের সুস্থতা। হে পিতা, তুমি আমাদিগকে এমন ধর্ম্ম দিয়াছ যাহা অসুখের ধর্ম্ম নয়, কষ্টের ধর্ম্ম নয়। দুঃখের আগুণে পুড়িতে হয়, কি খাওয়া দাওয়া ছাড়িয়া উপবাস করিতে হয়, কি বহুদূর তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় এ সকল তোমার বর্ত্তমান নববিধানের বিধি নহে। এবারকার বিধি সহজ বিধি, আরামের বিধি, শান্তির বিধি। পিতার কাছে সন্তান বসিবে, মার কোলে শিশু স্তন পান করিবে, বসিয়া হাসিবে—এই সকল বর্ত্তমান বিধি, ধর্ম্ম মত সাধন। ইহাতে কষ্ট নাই, দুঃখ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে কৃচ্ছ্র সাধন আছে।

শরীরকে অনেক কষ্ট দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়; কিন্তু দয়াল, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে সে পথ লইয়া গেলে না। বাগানের পথে লইয়া গেলে। এমন যে ধর্ম্ম, পরম সনাতন ধর্ম্ম, সুখ শান্তির ধর্ম্ম, সুস্থতার ধর্ম্ম। তাহাই বলি, নাথ, তোমার কাছে আসিতে হইলে মানুষের কি কষ্ট পাইতে হয়? তাহা নয়। তোমার দর্শন লাভের জন্য সাত বৎসর বায়ুভক্ষণ, কি কঠোর তপস্যা, তাহাও করিতে হয় না। ঠিক যেমন, মা, বাড়ী আসিলে হয় তেমনি হইবে। তোমার সঙ্গে সহজে মিলন হইবে। যখন ইচ্ছা তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। আমাদিগকে যদি ঘোর্ ফের্ পথে লইয়া চল, কঠিন পথে লইয়া চল, আমরা কি পারিব? আমাদের মা, ঘরে এস; ঘরের ভিতরে দেখা করি। ফুল তুলিয়া আনিয়া তোমাকে সাজাই। দেখা শুনা ভারি সহজ ব্যাপার। তুমি বলিতেছ, এবার কেহ শরীর সঙ্কোচ করিয়া শরীরকে উৎপীড়ন করিয়া আমার নিকট আসিবে না। সকলি সুস্থতা শান্তির ব্যাপার। পরম পিতা, তবে তুমি কৃপা করিয়া স্বর্গ হইতে স্বাস্থ্যরূপে শান্তিরূপে এস। খুব আরামের ধর্ম্ম। প্রত্যেক উপাসনার শেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। এইটি হইল, ঠাকুর, স্বাভাবিক ধর্ম্ম, শরীর মনকে অবসন্ন করিয়া যে উপাসনা তাহা নববিধানের অনুমোদিত কখন নয়। শান্তিরূপে, আরামরূপে এস। হে সুধামাখা হরি, কষ্ট দিও না। আমাদিগকে দুঃখের পথ ধরিতে দিও না। অনেকে ধর্ম্মের নামে মিথ্যা কষ্ট লয় তাহা

তোমার অভিপ্রেত নয়; সহজে তোমার কাছে বসিতে দাও। তুমি ফুল হও, আমি শুঁকি; তুমি সুমিষ্ট শব্দ হও, আমি শুনি; তুমি সুকোমল বস্ত্র হও, আমি তোমাকে স্পর্শ করি। তুমি শীতল জল হও, আমি তোমাতে স্নান করি। এইরূপে স্বাভাবিক ভাবে তোমাকে পাইব। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন কল্পিত অস্বাভাবিক কষ্টকর ধর্ম্ম সাধনের পথ ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক পথে সহজে ব্রহ্মপদ সম্ভোগ করিতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর।' [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য লিপিবদ্ধ।

শনিবার, ২৪শে জুন, ১৮৮২।

হে কৃপাসিন্ধু, যাহা এখন হইতেছে না তাহা পরে হইবে বিশ্বাস আছে। এখন জীবনের কথা লোকে বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু তাহাতে দুঃখ পাইবার কথা নাই। কারণ ভবিষ্যতে আমাদের বাস, বর্ত্তমান অন্ধকার কি করিবে? যে মেঘের বাহিরে বসিবার স্থান পাইয়াছে, মেঘ তাহাকে কি করিবে? দয়াল, বিচার হইবে, নিরপরাধী খালাস পাইবে, বিশ্বাসীর জয় হইবে। মেঘ চলিয়া যাইবে; ভবিষ্যতে নববিধানের আলোক প্রমাণিত হইবে, আদৃত হইবে। তোমার

সন্তানকে লোকে এখন চিনিতে পারিতেছে না। কিন্তু আশা আছে পরে পাইবে। হে দীনবন্ধু, জীবনের গুপ্ত তত্ত্ব, ইচ্ছা হয় শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে। যাহা কিছু শুনিয়াছি গোপনে প্রকাশ করিব বাহিরে। যাহা কিছু দেখিয়াছি গোপনে বলিব বাহিরে। ইহাই চিরকাল তোমার আদেশ। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। দেখ ঈশ্বর, তোমার মহর্ষি ঈশার বিধি কি বা লোকে জানে। কিন্তু যাহা কিছু আছে লিপিবদ্ধ আছে, সেটুকু যে পড়িবে হাড় জুড়াইবে। হরি, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যে মধুর লীলা করিয়াছ তাহা ভবিষ্যতের লোকে কিরূপে বুঝিবে যদি তাহা গুপ্ত থাকে। দয়াসিন্ধু, গুপ্তকে প্রচার কর। প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ কর। আমাদিগকে লিখিতে বলিতে হইবেই হইবে। না লিখিলে, না বলিলে পৃথিবীর নিকট অপরাধী হইতে হইবে। সেই চারিজন তাঁহারা লিখিয়া গেলেন বলিয়া তোমার প্রিয়তম ঈশার বিধানের কথাগুলি আমরা জানিলাম, এজন্য এক একবার মনে হয় লেখক সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কারণ সকলই চলে যায় কিন্তু সেই যে পাঁচটি লিপিবদ্ধ সত্য কিছুতেই যায় না। পাঁচ লক্ষ বৎসর পরে তাহা পড়ে। লোকের উপকার হয়। তোমার লেখক শ্রেণীকে আশীর্ব্বাদ কর বৃদ্ধি কর, কোটি কোটি প্রণাম সেই লেখকদের চরণে যাঁহারা সহস্র বৎসরের কথা সকল আমাদিগকে জানাইলেন। বেদ যদি না লিখিতেন আমরা কিছু জানিতাম না। বাইবেল যদি

সেই চারিজন না লিখিতেন আমরা তোমার অমূল্য কথা-গুলি ঈশার বিষয় কিছুই জানিতাম না। তুমি সময়কে বিনাশ করিলে, দূরতা বিলোপ করিলে, লেখনীর বল এমনি। সেই জন্য তোমার চরণে প্রার্থনা এই, যে কয়টি কথা তোমার নববিধানের মধ্যে আছে, ইহাদের তত্ত্ব কোটি টাকা খরচ করিয়াও লিপিবদ্ধ করা উচিত। সকলে যাইবেন কিন্তু লেখক বাঁচিয়া থাকিবেন। লোকে দশ সহস্র বৎসর পরে নববিধানের জাগ্রত ঘটনা গুলি জানিতে পারিবে আর লেখককে আশীর্ব্বাদ করিবে; লিপিবদ্ধ জীবন, ইতিহাস, দৃষ্টান্ত ঘটনা সত্য ভবিষ্যতে দুঃখসন্তপ্তদিগকে শান্তি দিবে। ধন্য ধন্য লেখক। লেখক শ্রেণী বিস্তৃত কর। লেখকদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। দয়াসিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার চরণ হইতে যতটুকু সত্য পাইয়াছি পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে পারি; হে কৃপাময়, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আজ দুঃখী সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিষেধ শ্রবণ।

রবিবার, ২৫শে জুন, ১৮৮২।

হে জীবনবন্ধু, হে গুরু, এ পৃথিবীতে বধির হওয়া অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহারা শুনিতে পায়, দেখিতে পায়, ধন্য তাহারা। হে পিতা, যাহারা বলে যে তুমি শব্দ-ব্রহ্ম নও, পৃথিবীতে পাপ করিলেও মানুষ কিছুই শুনিতে পায় না তাহারা ঠিক বলে না। পুণ্যাত্মা যাঁহারা তাঁহারা তোমার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পান। কিন্তু আমি এই বলি, পাপী যাহারা তাহারাও তোমার কথা শুনিতে পায়। কি কথা? তোমার ধমক। তুমি গুরু। একটি বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রতিবাদ নিয়ত আসিতেছে পাপীর নিকট। একে পাপী পাপ করিয়া মরে, তাহাতে যদি বধির হয় আরও কষ্ট। দীনবন্ধু হে, এই যে আশ্চর্য্য গভীর না ইহা তো কম নয়। ইহা মানুষকে কাঁপাইবার জন্য নিয়ত বজ্রধ্বনির মত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পর্ব্বত ভেদ করিয়া "না" এই শব্দ আসিতেছে। বেদ বেদান্তে যদি এই "না" শব্দের অর্থ প্রকৃতরূপে লিখিত হয় তবে তোমার একটা স্বরূপের ব্যাখ্যা হয়। মানুষ বলিল মিথ্যাবাদী হইব, "না"। মানুষ বলিল, "স্বার্থপর হইব," "না"। "অবিশ্বাসী হইব," "না"। "অপমানের বিনিময়ে অপমান দিব," "না"। "ক্রোধ করিব," "না"। এই মধুর "নার" মহিমা ভক্তেরা কবে কীর্ত্তন করিবেন। পাপের কথা বলিতে পারিব

না, পাপ কার্য্য করিতে পারিব না, আবার পাপ চিন্তাও করিতে পারিব না। আমরা বলি, ঠাকুর, আমরা দুর্ব্বল, পাপ চিন্তা ছাড়িব কি রকমে? তুমি বলিতেছ "না"। আমরা কতবার তোমার প্রতিবাদ লঙ্ঘন করিব? হরি, সকলকে পারা যায়, তোমার "না"কে পারা যায় না। আমাদের নাকের উপর, চোখের উপর, বুকের উপর, মাথার উপর এই "না" শব্দ। যে শুনিয়াছে এই "না" শব্দ সে রক্ষা পাইবে। তুমি শত সহস্র "না" দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছ। "না" গণ্ডির দাগ চারিদিকে। ইহার ভিতর থাকিলে পাপ দস্যু আসিতে পারিবে না। গণ্ডির অর্থ কি, ঠাকুর? শ্রীরাম বলিলেন সতীকে, "সতী, যদি সতীত্ব রক্ষা করিতে চাও এই গণ্ডির বাহিরে যাইও না।" তাহার অর্থ এই যে আমরা সতী; এই সংসার বনে সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে এই "না" গণ্ডির ভিতর থাকিতে হইবে। পাপ কার্য্য কোন প্রকারে করিতে পারিব না। দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন এই "না" শব্দ শ্রবণ করিয়া তোমার গম্ভীর প্রতিবাদ বাক্যে সকল প্রকার পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া শুদ্ধ হই; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সহজ বিশ্বাস।

সোমবার, ২৬শে জুন, ১৮৮২।

দীননাথ, কাতরশরণ, কবে তোমার পবিত্র বিধি লোকে বুঝিতে পারিবে? আমরা মনে করি সত্য বড় সহজ। কিন্তু লোকে তাহা লয় না, বুঝে না। বিদ্বানও যেমন অক্ষম, মুর্খও অক্ষম; কুটিল বুদ্ধিতে তোমাকে বোঝা যায় না। তুমি যে বুদ্ধির অগম্য; বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত তোমাকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু ছোট ছোট বালক তোমাকে ডাকে। হরি, বুদ্ধির অহঙ্কারে লোকে গর্ব্বিত হইল; তোমাকে কিরূপে বুঝিবে? যখন বুদ্ধির অহঙ্কার খর্ব্ব হইবে, বৃদ্ধ আবার শিশু হইবে, তখন তোমায় বুঝিবে। পিতা, মানুষ তোমায় ধরিতে পারে না। কি শব্দে বলিব? মানুষ কেন এত কুটিল বুদ্ধি হইল? বিধান যে সরল শিশুর ধন তাহা কেন বৃদ্ধের বুদ্ধির অগম্য হইবে? দম্ভে যে লোকে পূর্ণ হইল। সাধন করিবে না, বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে মা বলিয়া ডাকিবে না। অথচ মিথ্যা তর্ক করিবে। পিতা বজ্রধ্বনিতে সকলকে কাঁপাইয়া বল। তোমার বিধানের মর্ম্ম যে লোকে শুনিতে পায় না। মর্ম্মগ্রাহী যে নাই। বড় অহঙ্কার সকলের। প্রস্তরের মত দম্ভ। বালকের দল বড় কম। না, মা মন্ত্রের চেয়ে সহজ কি? মা নামের চেয়ে সহজ আর কি? এত নাবিয়া আসিলে, কোমল রূপ ধারণ করিলে, ভক্ত-জননী ভক্তদের কোলে করিয়া সকলের মিলন

করিলে, তবু পৃথিবী বুঝে না? তবু কুটিল বংশ বুঝে না? তোমার এত সৌন্দর্য্য এত মিষ্টতা এখনও লোকে বুঝিতে পারে না? মার কোলে ছেলে, ইহার চেয়ে সহজ আর কি হইতে পারে? লোকে বুঝিবে না, ভাবিবে না। তাহাই তাহাদের কাছে সহজ হয় না। হে কৃপাসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, তুমি কৃপা করিয়া এমন অশীর্ব্বাদ কর, তোমার বিধান যেন সহজে সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়া তোমার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে; দয়াসিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নবজীবন।

মঙ্গলবার, ২৭শে জুন, ১৮৮২।

হে মঙ্গলময়, হে দুর্ব্বলের সহায়, আমাদিগকে নবজীবন দানে কৃতার্থ কর। জীবন পুরাতন হইলে দুর্গন্ধ হয়, বল থাকে না। অতএব, ঠাকুর, তোমার পাদপদ্ম ধরিয়া প্রার্থনা করি পৃথিবীর নিকৃষ্ট জীবন যাহা তাহা ত্যাগ করিতে দাও। তোমার ভক্তরা অনেক ধন পাইয়া থাকেন, আমরা কেন বঞ্চিত থাকি? আমাদের জীবন পুরাতন কেন থাকে? আমাদের সেই জ্ঞান, সেই বুদ্ধি সেই রক্ত যেন থাকে। আমরা যেন এক একখানি নূতন জীবন লইয়া তোমার সেবা করিতে পারি। আমরা যাহা করিতেছি পুরাতন জমির উপর।

তাহাই তোমার চরণতলে নিবেদন করি যে সামান্য ধর্ম্ম সাধনে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইতে দিও না। পুরাতন পচা হৃদয়ে কাজ কি? হে দয়াল, হে প্রেমময়, অনুগ্রহ করিয়া সন্তান-দিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে আর কিছু না হউক এক একখানি নূতন জীবন লইয়া আনন্দিত হইতে পারি; মা, তুমি এই কৃপা কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নীচতা পরিহার।

বুধবার, ২৮শে জুন, ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, হে অপার প্রেম, সময়ে সময়ে এই দেহ মনের মধ্যে কি এক প্রকার ভাব হয়; তাহাকে তেজ বলা যায়, সাহস বলা যায়, আস্ফালন বলা যায়, বীরত্ব বলা যায়, ভয়ানক আন্দোলন বলা যায়। আমি তো ছোট, কিন্তু বড় হই সময়ে সময়ে। আমি শুষ্ক তরু কিন্তু স্বর্গের ফল উৎ-পন্ন হয় সময়ে সময়ে। আমি তো পাথর কিন্তু তাহা হইতে সময়ে সময়ে হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর, এ কি? ভয়ঙ্কর সাহসের কথা বলি, আর প্রকাণ্ড ভাব, মহাভাব। কতবার এরকম হয়—বসিয়া আছি, যেন পৃথিবী আমার বাড়ী, আমার যাহা কিছু যেন বড়, আমার ভার্য্যা জগৎ যেন প্রকাণ্ড জগতে লীন হয়, আমার পরিবার যেন ভারি

ব্যাপার। কিন্তু সে সাহস থাকে না; সে মহত্ত্ব থাকে না। পাপ করি, অবিশ্বাস করি। হরি, এই ভাব আমাদের সকলেরই কিছু কিছু আছে। এক এক সময় মহত্ত্ব বীরত্ব যেন জীবন ছাইয়া ফেলে। হরি হে, আসিয়া ভবে করিব মহৎ কাজ। কিন্তু তাহা না করিয়া নীচ কাজে নিযুক্ত হইলাম। হে শ্রীহরি, দয়া করিয়া মহত্ত্বের আগুণ জ্বালাইয়া দাও। আমরা ছোট নই অত্যন্ত বড়। হে পরমেশ্বর, মহত্ত্ব গোপন করি আর কেন? আদর বিশ্বাস সম্মান পাইলাম না। নিজেও নীচ হইলাম, পরেও নীচ ভাবিল? তাহা নয়, তাহা নয়। আমরা তোমার ভিন্ন জাতি প্রজা, একটু দয়া প্রকাশ করিয়া নীচতা ক্ষুদ্রতা বিনাশ কর। করিয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দাও। নীচ হইয়া গিয়াছে যাহারা ইহাদিগকে উত্তোলন কর। আর কেন পাপ পঙ্কে পড়িয়া থাকি? আর কেন পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকি? মনরে উড়িয়া যা, আর কেন বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাস্? হে অনন্ত আকাশ, এই নীচদিগকে যদি মহত্ত্বের আসনে বসাইবে ভাবিয়াছ, তবে তাহাই কর। মনের সাহস বীরত্ব ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠিতেছে। দেবতারা ভারি ভারি কার্য্যে ডাকিতেছেন। আর কেন? হে মঙ্গলময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সকল প্রকার নীচতা ও নীচ কার্য্য করিয়া মহত্ত্বের আকাশে উড়িতে পারি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার পরিবারে নিয়ত মঙ্গল।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে জুন, ১৮৮২।

হে পিতা, হে ভবসাগরের কাণ্ডারী তব পদাশ্রিত লোকের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, এই কথার প্রতিবাদ করিলে ঠাকুর, তোমার বিপক্ষে কথা কওয়া হইল। সংসারের লোকেরা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ইহার ভিতর আশ্চর্য্য সত্য নিহিত। তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে সকল দিকে বাঁচাইয়া লইয়া যাও। ভয় কি তাহার যে তোমার তুমি যাহার? সে পরিবারে কেন ভয় ভাবনা আশঙ্কা হইবে যে পরিবার তোমার? আমাদের পরিবার তোমার। আমরা তোমারই। ইহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, আর প্রমাণ দিতে হইবে না। তুমি ভূরি ভূরি প্রমাণ দিলে অবিশ্বাস দূর করিয়া। বিপদ দিলে তুমি দয়া করিয়া। এ পরিবার সম্বন্ধে ভাবনা হইতে পারে না। এই কয়জন লোক সম্বন্ধে আমরা যদি বলি কি পরিব, কি খাইব, কোথায় যাইব?—তবে হরির ব্যবস্থার উপর দোষারোপ করা হয়। মা জননী যেখানে বসিয়া সেখানে কি ভয় ভাবনা? যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তিনি কি বিশ্বাস-ঘাতক হইয়া ভাবনার হাতে প্রাণ সঁপিবেন? কখন না। কৃপাময় হরি, তোমার প্রেমের প্রমাণ পৃথিবী যেন আর অবিশ্বাস না করে। তোমার বুকে মাথা দিয়া চুপ করিয়া থাকিলে আর ভয় কোথায়? হা ঈশ্বর, কবে বিশ্বাসী হইব, আর কবে মা

বলিয়া ডাকিব? বলিব যে এ কয়টি লোক তোমারই, ইহাদের আর অমঙ্গল হইতে পারে না। দয়াময়, যতদিন বাঁচিব যদি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিতে পারি দেখিব যে এক পয়সা থেকে কোটি টাকা বাহির হয়। আর ভাবনা নাই। কেবল ভাবনা যদি অবিশ্বাসী হই। যদি অবিশ্বাসী হই তবেই মরিয়াছি। ভগবান, পৃথিবী কাহার? কাহার চীন, কাহার আমেরিকা? তোমার সন্তানদিগের। কারণ, শাস্ত্রে বলে মার সন্তানেরা পৃথিবীর অধিকারী। মা, এ পরিবার সম্বন্ধে বিধির নির্ব্বন্ধ করিয়াছ। খাই না খাই, পরি না পরি, আর ভাবনা কিছুতে নাই। মা, সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসীদের কল্যাণের জন্য হয়। মা, কি মধুর তোমার ব্যবহার। সকল রকমে বাধিত করিয়াছ চিরকাল। ধন্য ধন্য তোমাকে। দীনবন্ধু, কাতরশরণ, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন আর তোমার উপর অবিশ্বাস না করি কিন্তু তোমার চরণে বিশ্বাস সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার প্রসন্নতা।

শুক্রবার, ৩০শে জুন, ১৮৮২।

হে দীনশরণ, হে ভক্তগণের সুহৃদ, পৃথিবী বিশ্বাসীদিগকে চিনিতে পারে না এবং সংসার তোমার উপাসকদিগের আদর করে না। উপাসনার আদর উপাসনাই জানেন।

বিশ্বাসী কে বুঝিতে বিশ্বাসীই পারে। প্রেমিক কে তাহা বুঝিতে প্রেমিকই পারে। তোমার নববিধান কে তাহা তোমার নববিধানই জানেন। তুমি তোমার সন্তানকে বলিয়াছিলে "আমি সন্তুষ্ট হইলাম তোমাতে।" সেই নিদর্শন লইয়া রাজকুমার ঈশা পৃথিবীতে আদৃত। তুমি যাহাকে বড় কর সেই বড় হয়। পৃথিবীর আদর কিছুই নয়। তুমি যদি বল 'ভাল' তবেই ভাল। তুমি যদি বল 'ছাই' তাহা হইলে ছাই। ভক্তজন তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। পৃথিবীতে তোমার ভক্তগণ পরিত্যক্ত উৎপীড়িত হইয়া তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। হরি, তুমি কথা কও। তুমি আমাদিগকে আদর কর। অন্যের আদরের জন্য আমরা অপেক্ষা করিব না। অন্যে মান অপমান করিল কি না তাহা আমরা ভাবিব না। মান আর অপমান, মোহর আর খড়, দুই সমান বিশ্বাসীর কাছে। অপমান বলে জিনিষ তো পৃথিবীতে নাই। আমরা যে পৃথিবীর ধূলি, আমরা যে গরীব ছেলে, আমরা যে পৃথিবীতে আসিয়াছি অপমান অনাদর পাইতে, আমরা কি অপমানকে গ্রাহ্য করিব? আমাদের মান তোমার কাছে। রাজাধিরাজ তুমি, তোমার পা ছুঁইয়া বসিয়া আছি। যে জগজ্জননীর কাছে বসিয়া আছে, তাঁহার কাছে আদর পায়, পৃথিবীর মান সম্ভ্রম কি তাহার কিছু করিতে পারে? পৃথিবী কি ভয় দেখায়? কেহই কি কোন কালে আদর দিয়াছে? কেন ওদিকে

তাকাইব? দয়াময় হে, আমরা গরীব মেষের দল, আমরা মেষপালকের প্রসন্নতা পাইলেই কৃতার্থ হইব। তুমি যাহারে কর ধনী সেই ধনী, তুমি যাহারে কর সুখী সেই সুখী। অমুক আমাদের শ্রদ্ধা করে না, অমুক আমাদের বিশ্বাস করে না, একথা কেন ভাবিব? পৃথিবীর দিকে তাকাইব কেন? তোমার কাছে খাঁটি হইতে চেষ্টা করিব। মানুষ অবিশ্বাস অপমান করে বলিয়া যেন কখন কাঁদিতে না হয়। এ সকল বিষয়ের জন্য কাঁদিব কেন? কাঁদিব স্বর্গের মুকুট পরিবার জন্য। প্রশংসা আদর পৃথিবীর টাকা কড়ি সম্পদ লাভের জন্য মন যেন কাতর না হয়। যখন সকলে বলিবে আদর বিশ্বাস মান্য করিব না, তখন ভিতরে আনন্দের পূর্ণিমা বিকসিত হইবে। তখন তোমার আদর দয়ায় উৎসাহিত হইব। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সকল প্রকার অপমান দুর্গতির মধ্যে মার স্নেহবাক্যরূপ আদর পাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি, মার প্রসন্নতা লাভের জন্য যেন প্রয়াসী হই; দয়াময়, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাল্য খেলা।

শনিবার, ১লা জুলাই, ১৮৮২।

হে জীবনেশ্বর, হে উৎসাহদাতা, বালকের রাজ্যে বালক হইয়া থাকা যায়, কিন্তু বৃদ্ধরাজ্যে বালকের স্থান নাই।

অনুরাগ উৎসাহ উদ্যম যদি হ্রাস হইল তবে দলের মধ্যে কর্ম্ম করা কঠিন হইয়া উঠিল। গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব কাহাকে বলিব? কে অনুগত হইয়া প্রেমের কথা শুনিবে? বাল্যকালে বলিতাম বালকদিগকে, আদর করিয়া শুনিত, শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বাস করিত বলিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু এখন নববিধানের তত্ত্ব আর কেন জিহ্বা বলিতে চায় না? বাল্যতত্ত্ব গম্ভীর বৃদ্ধ দল শুনিবে না। ছোট বালক পড়িয়া রহিল বাল্যক্রীড়াক্ষেত্রে আর বৃদ্ধেরা একে একে সকলে চলিয়া যাইতেছে। নরনারী সকলেই বৃদ্ধের মত কথা কয়। অসহ্য সে সকল কথা। খেলা ঘরে আর লোক নাই। একটি ছেলে বসিয়া; কাহার সঙ্গে কথা কহিবে, কাহার কাছে হেসে হেসে মার কথা বলিবে? খেলা ঘরে খেলা করে লোক যে আর আসে না। বৃদ্ধেরা খেলা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসে, অবিশ্বাস করে, অবশেষে চলিয়া যায়। দয়াময়, যাহার খেলা ঘর ভিন্ন আর ঘর নাই, খেলা করা ভিন্ন আর কাজ নাই, বুদ্ধির ধার যে ধারে না, তাঁহার দশা কি করিলে? যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ভবে তাহারা যদি বুড়োবুড়ি হইল তরুণের কি হইবে? সঙ্কট আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল আর কি খুলিবে না? মহাবিপদে পড়িয়াছি। ঠাকুর, খেলা করিবার লোক পাই না। জানিলাম না বিষয় কর্ম্ম করিতে, জানিলাম না আশ্রিতদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে, জানিলাম না লোকের তুষ্টি সুখ্যাতি লাভ করিতে; ইহলোকের সভ্যতা জানিলাম না, পৃথিবীর

চাতুরী বুঝিলাম না। দেশে না হউক দেশান্তরে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া দিতে চাও দাও। কিন্তু হে ঠাকুর, যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম তাহারা ফেলিয়া গেল। তাহারা যে বৃদ্ধ হইল জ্ঞানী উচ্চপদ পাইল। আর খোকা যে খেলা ঘরে পড়িয়া রহিল, তাহার কথা কে শুনিবে? জগদীশ, বালককে কি কেহই মানে না? ধ্রুব কি চিরদিন জঙ্গলে সাধন করে? প্রহ্লাদের বন্ধু কি কেহই হয় না? সকলেই বৃদ্ধের দলভুক্ত হয়? ইহারা হরিনাম শিখিয়াছে, নববিধানের তত্ত্ব বুঝিয়াছে; আর উৎসাহ নাই শিখিতে। অলস হইয়াছে। পরের কাছে পড়িবে না, পরের মতে সাধন করিবে না। পরমেশ্বর, বালকের ব্যবসা বুঝি শেষ হয়। তবু লুক্কায়িত বালকমণ্ডলী আছে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিব। তাহারা আমার বন্ধু, তাহারা আমার অনুরাগের মধ্যে উপস্থিত। বালকসেবার জন্য আসিয়াছি, বালকসেবা চিরদিন করিব, বালকের ব্যবসা যেন অকালে শেষ না হয়। দয়াময়, এই এত বড় পৃথিবীতে বিশ্বাসী বালকদল কি কোথাও নাই? বালকের কথা গিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছিবে। খেলা ঘর ভাঙ্গিব না, আবার বালক তাড়াইয়া তাড়াইয়া আনিতে হইবে। চিরব্যবসায়ীর ব্যবসা কি বন্ধ হয়? দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন অন্তরের অন্তরে চিরবাল্য স্থাপন করিয়া খেলা ঘরের কাজ করিতে করিতে পুণ্যবান এবং সুখী হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।